রাঁচি, বুধবার
27:12:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>078 >> 10 Poush 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৭৮ >> << ১০ই, পৌষ ১৪৩০>>

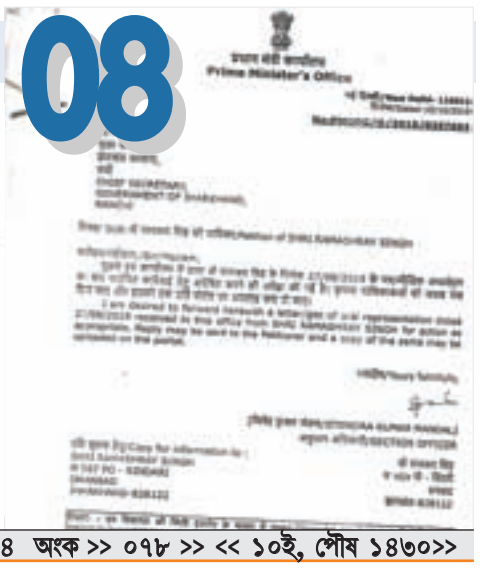

ভারতের অনলাইন আর্থিক লেনদেন সংস্থার হাজার কর্মী ছাঁটাই

কলকাতা ঃ ভারতের পেটিএম নামক অনলাইন আর্থিক লেনদেন সংস্থা হাজার জনের বেশি কর্মীকে ছাঁটাই করেছে। নতুন বছরে আরও কর্মী ছাঁটাই হতে পারে, সেই আভাসও দিয়ে রাখল পেটিএম এর মালিক কোম্পানি ভারতের 'ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন'। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে প্রয়োজনীয় কাজ করা সম্ভব হচ্ছে বলেই পেটিএম এই কর্মী ছাঁটাই করছে। সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, পেটিএম এআই নিয়ে কাজ করছে। এতে এআই প্রযুক্তি যুক্ত করা হয়েছে, যা খুবই খরচ সাপেক্ষ। তাই খরচ কমানোই কোম্পানির মূল লক্ষ্য। তার জেরেই সেলস এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সহ বিভিন্ন বিভাগ থেকে কর্মী ছাঁটাই করা হয়েছে। আগামীতে আরও কর্মী ছাঁটাই হতে পারেন। পেটিএম আগেও কয়েক দফায় কর্মী ছাঁটাই করেছে। পেটিএম এর প্রায় ১০ শতাংশ কর্মী বিগত কয়েক মাসে চাকরি হারিয়েছেন। গত অক্টোবর থেকেই এই ছাঁটাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু করেছিল পেটিএম এর মূল সংস্থা 'ওয়ান ৯৭ কমিউনিকেশন লিমিটেড'। সংস্থার অর্থনৈতিক কাঠামোকেও নতুন ধাঁচে গড়ে তুলছে পেটিএম। এরমধ্যেই সংস্থায় বিনিয়োগের ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক কর্মী ছাঁটাইয়ের ফলে ১০ শতাংশ খরচ কমতে পারে কোম্পানির। পেটিএম জানিয়েছে, আমরা কর্মীদের খরচ ১০-১৫ শতাংশ বাঁচাতে সক্ষম হব। কারণ এআই আমাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কাজ করছে। মূলত কাজের ক্ষেত্র মূল্যায়ন করেই কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

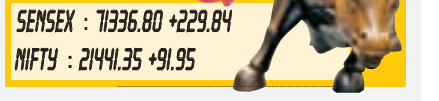

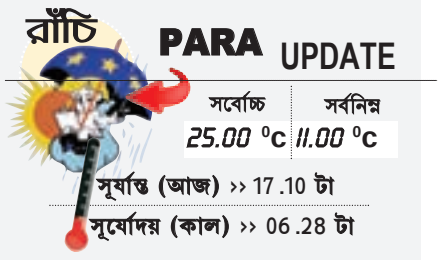

বাজার দর
SENSEX : 71336.80 +229.84
NIFTY : 21441.35 +91.95

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
25.00 °c	11.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) ›› 17 .10 টা
সূর্যোদয় (কাল) ›› 06 .28 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা ›› 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ইসরাইল হামাসঃ গাজায় যুদ্ধ আরও সম্প্রসারিত হবে, বললেন নেতানিয়াহু

গাজা ঃ ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু হামাসের বিরুদ্ধে তার দেশের যুদ্ধ আরও সম্প্রসারণ করার অঙ্গীকার করেছেন যখন, গাজায় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ বলছে এক উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলি হামলায় কয়েক ডজন মানুষ নিহত হয়েছেন। ''সামনের দিনগুলিতে আমরা লড়াই সম্প্রসারিত করবো, এটা দীর্ঘ যুদ্ধ হবে এবং আমরা এর শেষ থেকে অনেক দূরে আছি,'' নেতানিয়াহু সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) তার লিকুদ পার্টির সদ্যসদ্যের বলেন। রবিবার থেকে সোমবার ইসরাইলি বাহিনী গাজার মধ্যাঞ্চলে গোলাবর্ষণ অব্যাহত রাখে। হামাস পরিচালিত এলাকায় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জানায়, মাঘাযি উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলি বিমান হামলায় অন্তত ৭০জন নিহত হয়েছেন। ইসরাইলি সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা মাঘাযিতে হামলার খবর পর্যালোচনা করে দেখছে। তারা হামাসকে নির্মূল করার যুদ্ধে বেসামরিক মানুষের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে রাখার অঙ্গীকার পুনরায় ব্যক্ত করে। বিভিন্ন খবরে জানা গেছে, বর্তমান সংঘাত বন্ধ করার জন্য মিশর নতুন একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছে। প্রস্তাবে আছে, যুদ্ধ বিরতি, পর্যায়ক্রমে জিম্মিদের মুক্তি এবং গাজা আর পশ্চিম তীর শাসন করার জন্য বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি ফিলিস্তিনি সরকার গঠন। এই প্রস্তাব নিয়ে ইসরাইল বা হামাস থেকে আনুষ্ঠানিক কোন প্রতিক্রিয়া আসে নি। চলমান যুদ্ধে ইসরাইল তাদের আরও সৈন্য নিহত হবার খবর দিয়েছে, যেটা শুক্রবার থেকে মৃতের সংখ্যা ১৭তে উঠিয়েছে। গাজায় তাদের স্থল অভিযান শুরু করার পর থেকে ১৫৬ জন ইসরাইলি সৈন্য নিহত হয়েছে বলে তারা বলছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান টেড্রোস আধানম ঘেব্রেইসাস রবিবার বলেছেন, গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তিনি যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত তার আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। ডব্লিউএইচও ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুলেন্সসহ গাজায় স্বাস্থ্যব্যবস্থার ওপর ২৪৬টি আক্রমণ নথিভুক্ত করেছে। এসব আক্রমণে ৫৮২ জন নিহত এবং ৭৪৮ জন আহত হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, ইসরাইলের স্থল অভিযান এবং হাজার হাজার বিমান হামলা গাজার বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে। হামলায় ২০ হাজার ৪শ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। হামাস ৭ অক্টোবর গাজা সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ করে এবং ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে আক্রমণ চালায়। ইসরাইল জানায়, এ আক্রমণে ১২০০ জন নিহত হয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্যরা হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। সাত অক্টোবরের হামলায় হামাস ইসরাইলের ২৪০ জন জিম্মিকে আটক করে। এদের মধ্যে ১২৯ জন এখনো গাজায় রয়ে গেছে। এর জবাবে ইসরাইল হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার অঙ্গীকার করে এবং গাজায় বিমান,স্থল ও সমুদ্র আক্রমণ শুরু করে।

আফগানিস্তানে গণবিবাহ অনুষ্ঠান বাড়ছে

কাবুল ঃ আফগানিস্তানের রাজধানীতে সোমবার এক গণবিবাহ অনুষ্ঠানে ৫০টি যুগলের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। এই দরিদ্র দেশে ঐতিহ্যবাহী বিয়ের খরচ কমাতে এই পদ্ধতিতে বিয়ের চল এখন ঊর্ধ্বমুখী। কাবুলে বিয়ের ঝলমলে হলগুলোর একটিতে সমবেত হয়েছিল যুগলরা, তবে অনুষ্ঠানে তেমন জাঁকজমক ছিল না। ২০২১ সালের আগস্ট মাসে তালিবানের প্রত্যাবর্তনের পর থেকে বিয়ের অনুষ্ঠান আড়ম্বর হারিয়েছে। নাচ ও গান কার্যকরীভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ শাসকরা এই ধরনের ক্রিয়াকলাপকে অ ইসলামি বলে মনে করে। বিমানবন্দরের কাছে সিটি স্টার বিবাহবাড়ির সামনে প্রায় একশো পুরুষ ঐতিহ্যবাহী শালওয়াড় কামিজ ও পাগড়ি পরে দলে দলে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে কোনও নারী উপস্থিত ছিল না। ১৮ বছর বয়সী রুহুল্লা রেয়াজি কয়েক ঘন্টার মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ার আগে এএফপিকে বলেন, একক বিবাহ অনুষ্ঠান আয়োজন করার মতো সামর্থ্য তার নেই।

তিনি জানান, ঐতিহ্য মেনে একটা বিয়েতে আমাদের খরচ হত দুই লাখ থেকে আড়াই লাখ আফগানি (২৮০০-৩৬০০ ডলার), তবে এখন এই খরচ দাঁড়িয়েছে ১০ থেকে ১৫ হাজার আফগানি।

এই তরুণ হাজারা শিয়া সংখ্যালঘু শ্রেণিভুক্ত। ঘোর প্রদেশের বাসিন্দা তিনি। খুচরো কাজ করে দৈনিক তার আয় মোটামুটি ৩৫০ আফগানি।

সেলাব ফাউন্ডেশন এই অনুষ্ঠানের আয়োজক। তারা প্রতিটি দম্পতিকে যে অর্থ দিয়েছে তা ১৬০০ ডলারের সমতুল্য যা বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশে একটা বড় অঙ্ক।

পুণ্যপ্রচার ও পাপ প্রতিরোধ মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা ভাষণ দেন এবং কুরআন পাঠ করা হয়।

হবু বধূদের পৃথক জায়গায় দৃষ্টির আড়ালে রাখা হয়েছিল। সাংবাদিকদের তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি।

দুপুরের আহারের পরই পর্দানশীন নারীরা হাজির হয়।

সোমবারের এই গণবিবাহের জন্য ৬০০ যুগল আবেদন করেছিল। এদের কারো কারো জন্য দিনটি ছিল দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান।

কাবুলের ২৩ বছর বয়স্ক কৃষক সামিউল্লাহ জামানি বলেন, আমি তিন বছর ধরে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করছি।

তার হবু স্ত্রী সম্পর্কে তিনি বলেন, আমি তাকে দেখার জন্য অধীর হয়ে আছি।

সিরিয়ায় ইসরাইলি বিমান হামলায় ইরানের উচ্চপদস্থ জেনারেল নিহত

সিরিয়া ঃ ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, দামেশক সংলগ্ন এলাকায় সোমবার ইসরাইলি বিমান হামলায় ইরানের এক উচ্চপদস্থ জেনারেল নিহত হয়েছেন।

ইরানের আধা সামরিক বাহিনী রেভল্যুশনারি গার্ডের দীর্ঘ দিনের উপদেষ্টা রাজি মৌসাভি এমন সময় নিহত হলেন যখন লেবানন ইসরাইল সীমান্তে হেজবুল্লাহ ও ইসরাইলের মধ্যে সংঘর্ষ বাড়ছে। ইসরাইল হামাস যুদ্ধের ফলে ইরানের মদতপুষ্ট গোষ্ঠীগুলোর মাধ্যমে বড় অঞ্চলে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। চলতি মাসের শুরুতে সিরিয়ায় আরও দুই জেনারেল নিহত হয়েছেন ইসরাইলি হামলায়।

ইরানের সরকারি সংবাদ সংস্থা ইরনা ও ব্রিটেনভিত্তিক বিরোধী যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, শিয়া মুসলিমদের এক মাজারের কাছে অবস্থিত সাঈদা জাইনাব এলাকায় ইসরাইল আঘাত হানে। মৌসাভিকে ইরানের অভিজাত কুদস বাহিনীর সাবেক প্রধান জেনারেল কাসিম সোলাইমানির ঘনিষ্ঠ সঙ্গী বলে অভিহিত করে ইরনা। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের এক ড্রোন হামলায় নিহত হন সোলাইমানি।

এই হামলা নিয়ে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী বা সিরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে কোনও বিবৃতি জারি করেনি।

যদিও ইরনা এই হামলা বিষয়ে অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য দেয়নি, সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলেছে, এই এলাকায় হেজবুল্লাহর কয়েকটি দফতরের কথিত একটিতে মৌসাভি প্রবেশ করার পর ইসরাইলি সামরিক বাহিনী তাকে নিশানা করেছিল। সিরিয়ায় সংঘাত পর্বে প্রেসিডেন্ট আসাদের সরকারকে ক্ষমতায় রাখতে লেবাননের জঙ্গি গোষ্ঠীর পাশাপাশি ইরান ও রাশিয়া গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ভূমিকা পালন করেছিল।

সম্প্রতি কয়েক বছরে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার সরকার নিয়ন্ত্রিত একাধিক অংশে নানা লক্ষ্যবস্তুতে কয়েকশো হামলা চালিয়েছে ইসরাইল। সিরিয়ার উপর বিমান হামলাকে সাধারণত স্বীকার করে না ইসরাইল। তবে, স্বীকার করলে বলে যে, তারা সেখানে ইরানের সাহায্যপুষ্ট গোষ্ঠীগুলিকে নিশানা করেছে যারা আসাদ সরকারকে মদত দিয়েছে।

ভারতের শীর্ষ আদালতে গত বছরের তুলনায় ২০২৩ সালে ১৩ হাজার বেশি মামলার নিষ্পত্তি

নয়া দিল্লি ঃ চলতি ২০২৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের তত্ত্বাবধানে দেশের শীর্ষ আদালতে ৫২ হাজার মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে। বিগত বছরগুলিতে সুপ্রিম কোর্টের ইতিহাসে এক বছরে এত মামলা নিষ্পত্তির নজির নেই। গত বছর অর্থাৎ ২০২২-এর তুলনায় ২০২৩-এ ১৩ হাজার মামলার বেশি নিষ্পত্তি হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট কীভাবে এক বছরে ১৩ হাজার অতিরিক্ত মামলার নিষ্পত্তি করল সে বিষয়ে শীর্ষ আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় দু'টি উদ্যোগ নিয়েছেন। মামলা দায়ের থেকে শুনানি পর্যন্ত আগে ১০ থেকে ১৫ দিন সময় চলে যেত। প্রধান বিচারপতি সেই সময়সীমা কমিয়ে পাঁচ থেকে সাত দিন করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি জামিনের মামলাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। জামিন মামলার দিনের পর দিন শুনানি হত না। প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় এই ব্যাপারে আদালতের ভাবনা, অভিমুখ বদলে দিয়েছেন। সহকর্মী বিচারপতিদের তিনি বলেছেন, জামিন পাওয়া অভিযুক্তের অধিকারের মধ্যে পরে। কাওকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রাখা যায় না। এখন জামিনের মামলা দায়ের হওয়ার তিন দিনের মাথায় শুনানি করা হচ্ছে। আগে দীর্ঘ কয়েক মাস এই মামলাগুলি পড়ে থাকত। সুপ্রিম কোর্ট সূত্রে জানানো হয়েছে, নিষ্পত্তি হওয়া মামলার মধ্যে ১৩ হাজার আছে বকেয়া মামলা। তারপরও শীর্ষ আদালতে বকেয়া মামলার সংখ্যা এখন ৮০ হাজার। প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, বকেয়া মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের সবচেয়ে চিন্তার বিষয় দেশের নিম্ন আদালত ও হাইকোর্টগুলিতে জমে থাকা মামলা। এর সংখ্যা বর্তমানে ৫ কোটি। শীর্ষ আদালত নানা সময়ে উদ্যোগ নিয়েও এই মামলাগুলির নিষ্পত্তি করতে সফল হয়নি। বিচারক, বিচারপতির অভাব এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামোই এই সমস্যার অন্যতম কারণ। তবে পুলিশ ও বিভিন্ন তদন্তকারী এজেন্সির তদন্তে দীর্ঘসূত্রিতাও মামলার দ্রুত নিষ্পত্তিতে বড় বাধা।

সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, চলতি বছরে সমলিঙ্গের বিয়ের অধিকার মামলা, কাশ্মীরে ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত সাংবিধানিক মামলার নিষ্পত্তি করতে দীর্ঘ সময় গিয়েছে।

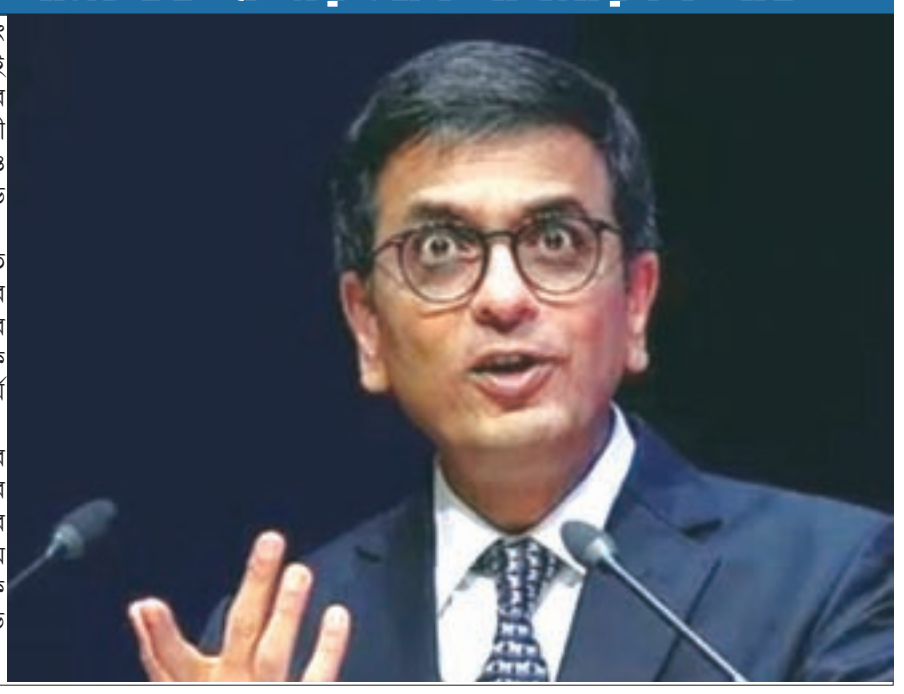

তারপরেও অতিরিক্ত ১৩ হাজার মামলার নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষত কেন্দ্রীয় সরকার নিযোগের অনুমতি না দেওয়ায় শীর্ষ আদালতে যখন অনেক বিচারপতির পদ শূন্য পড়ে রয়েছে।

আটক ফরাসি পুলিশ অজ্ঞাত সূত্রে খবর পায় যে, বিমানে মানব পাচারের শিকার যাত্রী আছেন, এবং তারা বিমানকে আটকে দেয়

ফ্রান্সে আটক করা বিমানের মুক্তি, ২৭৬ ভারতীয় যাত্রী নিকারাগুয়ার বদলে ভারতে ফেরত

প্যারিস (এজেন্সী)ঃ ফ্রান্সে কর্তৃপক্ষ বলছে, মানব পাচার নিয়ে তদন্তের জন্য যে ভাড়া করা বিমানকে আটক করা হয়েছিল, সেটা ২৭৬ জন ভারতীয় নাগরিককে নিয়ে সোমবার (২৫ ডিসেম্বর) ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। যাত্রীদের নিকারাগুয়া যাবার পথে ফ্রান্সের এক গ্রামীণ বিমান বন্দরে চার দিন ধরে আটকে দেয়া হয়। শ্যাম্পেন অঞ্চলের ভাটরি বিমান বন্দরের বাইরে থেকে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এর রিপোর্টাররা দেখতে পান, লেজেনড এয়ারলাইন্সের এ৩৪০ বিমান ক্রু এবং যাত্রী ওঠার পর টেক অফ করছে। আঞ্চলিক প্রশাসন জানিয়েছে, ৩০৩ জন যাত্রীর মধ্যে ২৭৬ জন ভারতের মুম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন, আর ২৫ জন ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয় চেয়েছেন। প্রশাসন জানায়, তাদেরকে প্যারিস চার্লস ডে গল এয়ারপোর্টে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য নির্ধারিত একটি বিশেষ জায়গায় স্থানান্তর করা হয়েছে। যেসব যাত্রীরা ফ্রান্সে আটকা পড়েছিলেন, তাদের মধ্যে আছে ২১ মাসের এক শিশু এবং কয়েকজন অপ্রাপ্তবয়স্ক যারা বিমানে একা ছিল।

বাকি দু'জন যাত্রীকে প্রথমে মানব পাচার সংক্রান্ত তদন্তে আটক করা হয়েছিল, কিন্তু সোমবার বিচারকের সামনে হাজির হবার পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়, জানিয়েছে প্যারিস প্রসেকিউটারের দফতর। বিচারক তাদের এই মামলায় 'সহায়তাকারী সাক্ষী' হিসেবে মনোনীত করেন, যা ফরাসি আইনে একটি বিশেষ ব্যবস্থা। এর ফলে আরও তদন্তের জন্য সময় পাওয়া যাবে, এবং 'সাক্ষী'কে অভিযুক্ত করা যেতে পারে, বা মামলা বাতিলও হয়ে যেতে পারে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজেইরাহ বিমান বন্দর থেকে নিকারাগুয়ার রাজধানী মানাগুয়া যাওয়ার পথে লেজেনড এয়ারলাইন্সের এ৩৪০ বিমান জ্বালানির জন্য ভাটরি বিমান বন্দরে থামে। তবে ফরাসি পুলিশ অজ্ঞাত সূত্রে খবর পায় যে, বিমানে মানব পাচারের শিকার যাত্রী আছেন, এবং তারা বিমানকে আটকে দেয়।

A US National Guard soldier guards the border with Mexico at Eagle Pass, Texas, on December 23, 2023.

মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে অনেক ভারতীয় ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন।

যাত্রীদের আসল গন্তব্যস্থল যুক্তরাষ্ট্র বলে যে ধারনা ছিল, সে বিষয়ে তদন্তকারীরা কোন মতামত দেয় নি। এ'বছর মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র সীমান্ত দিয়ে ভারতীয়দের অনুপ্রবেশ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই বিমান যাত্রার লক্ষ্য কী ছিল, তা জানার জন্য ফরাসি কর্তৃপক্ষ কাজ চালাচ্ছে। বিদেশিদের বেআইনি ভাবে কোন দেশে প্রবেশ বা থাকার সাহায্য করছে, এমন কোন সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর কার্যক্রম নিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু করা হয়েছে বলে প্রসেকিউটারের দফতর জানিয়েছে। তবে সোমবার তারা বলে নি যে, তারা এখনো মানব পাচার সন্দেহ করছে কি না।

লেজেনড এয়ারলাইন্সের আইনজীবী লিলিয়ানা বাকাইওকো বলেন, কয়েকজন যাত্রী ভারতে ফেরত যেতে চায় নি, কারণ তারা নিকারাগুয়া ভ্রমণের জন্য পয়সা খরচ করেছে। বিমান সংস্থাটি মানব পাচারের অভিযোগ অস্বীকার করে। কয়েক দিনের জন্য পুলিশ ভাটরি এয়ারপোর্ট এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। বিমান বন্দরে আটক যাত্রীদের জন্য খাবার দাবার, গোসল করা ইত্যাদির ব্যবস্থা করে স্থানীয় কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যসেবা কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা। রবিবার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করার লক্ষ্যে জরুরি শুনানির জন্য টার্মিনাল বিচারক, আইনজীবী আর দোভাষী দিয়ে ভরে গেলে, বিমান বন্দর একটি অস্থায়ী আদালতে পরিণত হয়। রবিবারের শুনানিতে কয়েকজন আইনজীবী, কর্তৃপক্ষের প্রতিক্রিয়া এবং যাত্রীদের অধিকার নিয়ে প্রতিবাদ করেন। তাদের মতে, পুলিশ এবং প্রসেকিউটার অজ্ঞাত সূত্রের খবরকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়েছে। নিকারাগুয়া সহ কয়েকটি দেশ মানব পাচার নির্মূল করার জন্য ন্যূনতম পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মনে করে। নিকারাগুয়াকে অনেক লোক নিজ দেশের দারিদ্র বা সংঘাত থেকে পালাতে অভিবাসনের জন্য ব্যবহার করে, কারণ সেখানে সহজে ঢোকা যায়, এমনকি অনেক দেশের জন্য ভিসার প্রয়োজন হয় না।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি যাত্রা উৎসব মেলা প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া

মালদা ঃ রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মালদার গাজোল ব্লক লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি যাত্রা উৎসব পালিত হলো। শুক্রবার রাতে এই অনুষ্ঠানের উপস্থিত হয়েছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, ত্রাণ ও পূর্ণবাসন দপ্তরের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার, গাজোল বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস, গাজোল থানার আই সি চন্দ্রশেখর ঘোষাল , পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এদিন আদিবাসী নৃত্য, বাউল, আলকাপ, গম্ভীরা গান সহ বিভিন্ন লোকগান ও যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হবে দুই দিন ধরে। শুক্রবার উৎসবের প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হলো মানব পুতুল নাচ। উল্লেখ্য, বাংলার লোকগান থেকে লোক লোকসংস্কৃতি বর্তমানে হারিয়ে যেতে বসেছে। লোকগানের চাহিদা কমতে থাকায়, তাই পিছিয়ে পড়ছে লোকশিল্পীরা। তাই বাংলার লোকগান ও লোকসংস্কৃতি কে বাঁচাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গত কয়েক বছর থেকে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে লোকসংস্কৃতি মেলা। এই মেলার মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রতিটি প্রান্তের লোকগান ও লোকসংস্কৃতি তুলে ধরা হচ্ছে দর্শকদের মধ্যে।

এদিন গাজোল হাইস্কুল মাঠে রাতে প্রদীপ প্মরজ্জ্বলনের ধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি জেলা যাত্রা উৎসবের শুভ সূচনা হয়।

কোচবিহারে ABSTC বাসে আকস্মিক আগুন ও ধোঁয়া, সব যাত্রী নিরাপদ

কোচবিহারঃ কোচবিহার মাথাভাঙ্গা রোডের কোচবিহার ১ নম্বর ব্লকের বড়াই বাড়ি এলাকায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার একটি বাস এর ইঞ্জিন থেকে হঠাৎ করেই ব্যাপক ধোঁয়া বেরোতে থাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আতঙ্কিত হয়ে বাস থেকে নেমে পড়ে যাত্রীরা। শুক্রবার দুপুরে এই ঘটনা পর উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার পক্ষ থেকে বাসটিকে কোচবিহার নিউ বাসস্ট্যান্ডে ফিরিয়ে আনা হয়। কি কারনে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে তা ক্ষতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে বাসটি পরিদর্শন করেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। তিনি জানান অয়েল পাম্পের সমস্যার কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।

আচমকাই বাড়িতে আগুন, আহত এক ব্যক্তি

মালদা ঃ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুন লেগে যাওয়ার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো মালদা রতুয়া ২ ব্লকের পীরগঞ্জের কুতুবগঞ্জ এলাকায়। ঘটনাই ঘরে থাকা এক ব্যক্তি, আগুনে পুড়ে আহত অবস্থায় গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। জানা গেছে আহত ওই ব্যক্তির নাম রফিকুল হক। পেশায় ভিন রাজ্যের শ্রমিক। পরিবার সূত্রে জানা গেছে ঘরের মধ্যে একাই ঘুমিয়ে ছিলেন রফিকুল হক নামে ওই ব্যক্তি। তখনই হঠাৎ করে ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে থাকে। চিৎকারে পরিবারের লোকেরা তড়িঘড়ি ছুটে এসে আহত অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনায় বাড়িতে কেউ বাকার আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এমনই অনুমান করছে পরিবারের সদস্যরা। গোটা ঘটনাই বাড়িতে মজুদ থাকা আসবাবপত্রসহ লক্ষাধীক টাকা পুরে যাওয়াই সমস্যায় পড়েছে ওই পরিবার। গোটা ঘটনা পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা

৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা নিয়ে তৃণমূল সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে ও বিপক্ষে জমায়েত ও বিক্ষোভ সমাবেশে উত্তাল হল জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দপ্তর

জলপাইগুড়ি । রাজ্য সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের ৪ শতাংশ হারে মহার্ঘ্য ভাতা বৃদ্ধির জন্য মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছেন কর্মিরা। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের জলপাইগুড়ি শাখার পক্ষ থেকে শুক্রবার দুপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তারা। জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের কার্যালয়ে খুশির আবহ দেখা যায় তৃণমূল সমর্থিত রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে। অন্যদিকে রআজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা দাবি করে বলেন, চার শতাংশ নয়, চল্লিশ শতাংশ ডইএ দিতে হবে। চারের পরে শূন্য চাই দাবি করেন তারা। কর্মিদের নিয়মিত বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি যোগ্য ব্যক্তিদের চাকরির দাবি করা হয়। নিজেদের হকের লড়াই চলবে স্লোগানকে সামনে জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্যরা।

বিষয়টি নিয়ে ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপককুমার রায় জলপাইগুড়িতে দলিয় অফিসে এসে বলেন, মুখ্যমন্ত্রী কি ডিএ ভিক্ষা দিচ্ছেন? তিনি তো নিয়মকানুনই জানেন না। ডিএ হল কর্মচারীদের অধিকার। মুখ্যমন্ত্রীর পৈতৃক অর্থ নয়। বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ করেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক।

মুখ্যমন্ত্রী কি বাপের টাকা থেকে ডি এ মেটাচ্ছেন? কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের

জলপাইগুড়ি। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ডি এ সরকারি কর্মচারীদের অধিকার নয়। তারপরেও রাজ্য সরকার দিচ্ছে। তবে উনি কি তার বাপের টাকা থেকে ডি এ মেটাচ্ছেন? গতকাল ৪ হারে ডি এ ঘোষনা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে এই ভাষায় কটাক্ষ করলেন ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মন। এর পাশাপাশি তিনি রাজ্য সরকারকে হুশিয়ারি দিয়ে বলেন ৪০ ডি এ বকেয়া রয়েছে। অবিলম্বে তা প্রদান করতে হবে। নইলে এবার বিজেপি আন্দোলনে নামবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শুক্রবার বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কার্যালয়ে থাকা একটি দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসেছিলেন দীপক বর্মন। সেখানেই তিনি এই মন্তব্য করেন।

বীরভূমে প্রেমিকার বাবাকে পিষে মেরে ফেরার প্রেমিক ও মেয়ে

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ চব্বিশে ডিসেম্বর রাত বারোটা নাগাদ বোলপুর থানার যঞ্জনগর গ্রামে সদ্য বিবাহিত প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর সময় বাধা দেওয়ায় গাড়ী চালিয়ে প্রেমিকার বাবাকে পিষে মারার অভিযোগ উঠে প্রেমিকের বিরুদ্ধে । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় । এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে । মৃতের নাম শেখ কুদ্দুস (৫০) । স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ সফিকুল ওরফে গাজজুর সঙ্গে কুদ্দুসের মেয়ে কুতুবা খাতুনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল । সফিকুল নেশা করতো বলে সম্বন্ধ করে সাতেরো ডিসেম্বর কুতুবার মঙ্গলকোট থানার শিমুলিয়া গ্রামের শেখ ইউনুসের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল পরিবার । স্বামীকে নিয়ে পৌষমেলা দেখতে এসেছিল কুতুরা । মৃতের ভাইপো শেখ মিলন বলেন, কাকাকে পিস্তল দেখিয়ে গাড়ীর তলায় পিষে দেয় গাজজু । আমরা টাকার বিচার মানবো না । আমরা বিচার চাই । গাজজু এবং কুতুরার নামে বোলপুর থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে মৃতের স্ত্রী সামিনা বিবি ।

এনজেপি স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম স্টল ভেঙে দিয়েছে রেল, তোলপাড় সৃষ্টি করেছে

শিলিগুড়ি ঃ নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্লাটফর্মে থাকা ভেন্ডারদের স্টল অবশেষে ভেঙে গুড়িয়ে দিল রেল এবং আরপিএফ।

বারবার নোটিশ দেওয়ার পরেও স্টল না তোলাতেই এই সিদ্ধান্ত নিল রেল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নতুন স্টলের জন্য ভেন্ডারদের টেন্ডার হয়েছে। পুরোনো স্টল তুলে দিয়ে নতুন স্টল দিচ্ছে রেল। আর এখানেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পুরনো ভেন্ডারদের। কুড়ি পাঁচিশ বছর ধরে স্টেশনে স্টল চালানো ভেন্ডাররা আজ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে। শুক্রবার সকালে রেলের তরফে বিশাল আরপিএফ এবং জিআরপিএফ এর জওয়া দের কে নিয়ে গিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় ওই স্টল গুলি। এর ফলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে পড়ল কয়েকশ ভেন্ডারের পরিবার। মধ্যেই ভেন্ডারদের তরফে এবং রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়ন আইএনটিটিইউসির তরফে পুরনো ভেন্ডারদেরকে স্টল দেওয়ার দাবি তোলা হয়েছে। কিন্তু তা এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তার আগেই সর্বস্ব খাওয়ালেন পুরনো ভেন্ডার রা। শুক্রবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে থাকা প্রায় ১০ টি স্টল ভেঙে দেওয়া হল। এই ঘটনায় সকাল থেকেই চাঞ্চল্য চড়িয়েছিল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন এলাকায়। রেলের উচ্চপদস্থ কর্তারা জানিয়েছেন আগে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও ভেন্ডাররা স্টল তুলে না নেওয়ায় আজ ভেঙ্গে দেওয়া হল।

হাইকোর্টের নির্দেশে শিলিগুড়ির প্রধাননগরের নিবেদিতা রোডে অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু করলো শিলিগুড়ি পুরনিগম

শিলিগুড়ি ঃ শুক্রবার প্রায় ২২টি অবৈধ নির্মান ভেঙে দিয়েছে পুরনিগম। জানা গিয়েছে, রাস্তার ওপর অবৈধভাবে বেশকিছু নির্মান ছিল যা নিয়ে হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল।সেই মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই অবৈধ নির্মানগুলি ভাঙার নির্দেশ দেয় আদালত।এরপরই প্রধানগর থানার উপস্থিতিতে শুক্রবার সকাল থেকেই সেই অবৈধ নির্মান গুলি ভাঙার কাজ শুরু হয়।এই অবৈধ নির্মান গুলির মধ্যে যেমন প্রচুর বাড়ি রয়েছে পাশাপাশি বেশকিছু দোকানপাট, রেস্তোরাঁ ও ক্যাফেও রয়েছে।প্রায় ২২টি অবৈধনির্মান কার্যত গুড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এর আগেও শহরের অবৈধ নির্মান নিয়ে সরব হয়েছিলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব।কোথাও অবৈধ নির্মান হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন তিনি। এর আগেও শহরের বেশকিছু জায়গায় অবৈধ নির্মান ভেঙে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম।এদিন নিবেদিতা রোডে অবৈধ নির্মান ভাঙার কাজ শুরু হতেই সেখানে ব্যাপক ভিড় জমে।পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়।এলাকায় ব্যাপক যানজটও হয়।পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে।

সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে চুরির ৩ দিনের মধ্যে ধরা পড়ে চোর

শিলিগুড়ি ঃ ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারে বাসনপত্রের দোকানে চুরি ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ রায় (২০)। সে মাটিগাড়া এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে গত মঙ্গলবার রাতে ভারত নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি বাজারে বাসনপত্রের দোকানে চুরি ঘটনা ঘটে। গোটা ঘটনার ছবি দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। এরপর খড়িবাড়ি থানায় চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করে দোকানের মালিক রানা রায়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে হেনস্থার বিরুদ্ধে বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি

শিলিগুড়ি ঃ ফাঁসিদেওয়া ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির পরিচালনায়। একটি উন্নয়নমূলক কাজের সভা আযোজেন করা হয়েছিল। সেই সভাতে বিজেপির বিরোধী দলনেত্রী পলি সাহা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। তাকে সেই সভাতে ঢুকতে দেওয়া বাধা দেন শাসকদলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। এর পরেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ পাশাপাশি। করেন তাকে সেই সভাতে ঢুকতে দেওয়ার সময় মারার চেষ্টা করা হয়।এরপরে আজ বিজেপির পক্ষ থেকে বিধায়ক দুর্গা মুর্মু উপস্থিতিতে। ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিস ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা।

এবার তপশিলি জাতির সংসাপত্রেও জাল।মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের কাপাসিয়া এলাকার প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন তপশিলি জাতির উপভোক্তা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন

মালদা ঃ জাল ডাক্তার থেকে জাল শিক্ষক। এবার তপশিলি জাতির সংসাপত্রেও জাল।মালদার চাঁচল ২ নং ব্লকের কাপাসিয়া এলাকার প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন তপশিলি জাতির উপভোক্তা এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।নির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী তারা ব্লক দপ্তর আবেদন করেছিলেন তপশিলি জাতির শংসাপত্রের জন্য। ব্লক থেকে শংসাপত্র মিলে ছিল। কিন্তু সেই শংসাপত্র নিয়ে বিভিন্ন কাজে গিয়ে দেখতে পাচ্ছেন সেই শংসাপত্র অবৈধ। বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে সরকারি আধিকারিকদের সই করা শংসাপত্র কিভাবে জাল হলো। তবে কি এখানেও কোন চক্র চলছে। এ ঘটনা সামনে আসতে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা হেড চাচল ২ নং ব্লকের গৌড়হন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের কাপসিয়া নুনিয়াপাড়া এলাকায়। চাঁচলের মহকুমা শাসক সৌভিক মুখার্জি জানিয়েছেন, প্রক্রিয়াগত জন্য এই ভুল হতে পারে। বিডিওকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলছি।

জানা গিয়েছে, কাপসিয়া এলাকার প্রায় ১২ থেকে ১৫ জন ছাত্র ছাত্রী তারা বেছপুরা কালিকাপুর স্কুল পড়ুয়া হাই স্কুলের পড়ুয়া। ২০১৯ সাল থেকে ওই পরম্পরায় তপশিলী জাতির শংসাপত্রের জন্য জন্য আবেদন করেছিলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ২০২০ সালে তারা সংশপত্র পান। চাঁচল ২ নং ব্লকের পক্ষ সেই শংসাপত্র তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।কিন্তু হাতে সেই শংসাপত্র অবৈধ বলে দাবি করছেন পড়ুয়ারা। স্কুল পড়ুয়ার সেই সংসদ পত্র দিয়ে স্কলার্শিপের জন্য আবেদন করলে ব্লকের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে সেই সংসপত্র অবৈধ। এটি কোন কাজে আসবেনা। শুধু তাই নয়, তপশিলি জাতি হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ঘটনা নিয়ে তারা ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন, অভিযোগ জানানোর পরেও কোন কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

ব্যবসায়ী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপনী অনুষ্ঠানের আযোজেন করা হয়েছে

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আযো়জিত হল। শুক্রবার সকালে তুফানগঞ্জ শহরে বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রার মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপরেই শহরের একটি ভবনে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে একাধিক অনুষ্ঠানের আযো়জন করা হয়। সেখানে কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারা সহ বিভিন্ন মহকুমা বিষয়ে সমিতির কর্মকর্তারা এবং তুফানগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন বলেও জানা যায়। তুফানগঞ্জ মহকুমার ব্যবসায়ী সমিতির সূত্র জানা গেছে, গত ২০২২ সালের ২৩ শে ডিসেম্বর শুরু হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষকে সামনে রেখে এক বছরব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের। এদিন ২০২৩ সালের ২২শে ডিসেম্বর আর এই দিনে এসেই ব্যবসায়ী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আযো়জিত হল। জানা গেছে আগামীকাল অর্থাৎ ২৩ শে ডিসেম্বর জি বাংলা স্টার জলসা খ্যাত সংগীত শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করবেন তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চে।

নতুন বছরে একাধিক চকচকে রাস্তা পাবে শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি ঃ অবশেষে সংস্কার হতে চলেছে শিলিগুড়ির ভিআইপি রোড। ইতিমধ্যেই ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদকে অর্থ বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। আগামী মাসের ১৫ তারিখ থেকে টান্ডার ডাকা হবে। শুক্রবার শিলিগুড়ির প্ততৃঞ ইন্সপেকশন বাংলোতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান শিলিগুড়ি শহর এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়নের জন্য ইতিমধ্যেই ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। তার মধ্যে জাবরাভিটা আন্ডারপাস থেকে ভবেশ পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত ১৪০০ মিটার রাস্তা তৈরি করা হবে। যার জন্য ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২, ৩৬, ৩৯, ৪০ বিভিন্ন ওয়ার্ডে একাধিক রাস্তা সংস্কার করা হবে। বেশ কিছু রাস্তা জানুয়ারি মাসে উদ্বোধন করা হবে। ডাবগ্রাম ফুলবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত এলাকারও একাধিক রাস্তা সংস্কার করা হবে বলে চেয়ারম্যান জানান।

পুরাতন মালদার কালুয়াদিঘীর কিষাণ মান্ডিতে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং একটি লরি আটক করেছে সেই লরিতে ১২০ কুইন্টাল ধান

মালদা ঃ গতকালকের সংবাদ মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমে কিষাণ মান্ডিতে সরকারের ন্যায্য মূল্য ধান কেনা নিয়ে খবর সম্প্রসারণ হওয়ার পরেই নড়েচড়ে বসল জেলা খাদ্য দপ্তর। আজ সকালে পুরাতন মালদার কালুয়াদিঘীর কিষাণ মান্ডিতে অভিযান চালায় খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এবং একটি লরি আটক করেছে সেই লরিতে ১২০ কুইন্টাল ধান ছিল কিন্তু চাষী ছিল না ,পরবর্তীতে চারজন চাষী সেজে আসে কিন্তু তারা ক্যামেরায় স্বীকার করে যে তাদের ধান হয়নি অন্যের কাছ থেকে ধান কিনে নিয়ে এসেছে । পরবর্তীতে জানা যায় এই ফইরাদের কিষাণমন্ডিতে দাপাদাপি চলে। পাশাপাশি ধলতা কাটার বিষয়ে যে ধানের মস্টরাইস দেখে সেই মস্টরাইস পরীক্ষার মেশিনও নেই, চোখে দেখেই চাষীদের কাছ থেকে ধলতা ইচ্ছা মতন মিল মালিকরা কাটছে ।অন্যদিকে জোর করে চাষীদের কাছ থেকে যে লোডিং এর টাকা নেওয়া হতো সে বিষয়ে খাদ্য নিয়ামক বলেন যে ধলতা নেওয়া চলবে না, ধান পরিষ্কার থাকলে পাশাপাশি কোন ধরনের লোডিং এর পয়সা চাষিদের দিতে হবে না এবং একটি লরি আটক করা হয়েছে। আটক করা লরিটি, মালদা থানার পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে

স্কুল শিক্ষিকার ওপর দুস্কৃতি হামলা

মালদা ঃ স্কুল শিক্ষিকার ওপর দুস্কৃতি হামলা। ঘটনায় আহত শিক্ষিকা গুরুত্বর জখম অবস্থায় চিকিৎসাধীন মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হবিবপুর থানার চকসাপুর এলাকায়।ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হবিবপুর থানায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে,ওই আহত শিক্ষিকার নাম তিশিতা কুন্ড (৩১)স্বামী রিতেশ কর্মকার। বাড়ি মালদা ইংরেজবাজার থানার বি এস রোডে। আহত শিক্ষিকা হব্বিপুর থানার চকসাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এদিন প্রতিদিনের মত সকালে শহর থেকে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওধা দেন। এরপর হব্বিপুর এলাকায় স্কুল যাওয়ার পথে হঠাৎ সত্যজিৎ রায় নামে এক ব্যক্তি গাছের ডাল দিয়ে পেটাতে থাকে। ঘটনা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ছটে আসতেই অভিযুক্ত পালিয়ে যায়। গুরুত্বর আহত ওই শিক্ষিকা উদ্ধার করে স্থানীয় বুলবুলচন্ডি আর এন রায় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা প্রাথমিক চিকিৎসার পর মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থানান্তরিত করেনড্বর্তমানে শহরের এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসসাধীন।

এই বিষয়ে হাবিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আহত শিক্ষিকার পরিবার।কেন এইভাবে গাছের ডাল দিয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাকে বেধরক মারধর করা হলো। তা পরিস্কার হয়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনায় নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।

দক্ষিন মালদার বিজেপির সাধারন সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ী বলেন,এই সরকারের আমলে শিক্ষক শিক্ষাকা থেকে সাধরন মানুষের কোন নিরাপত্তা নেই।কারন এই সরকারের পুলিশ শাসকের তাবেদারিতে ব্যাস্ত। ফলে এই ধরনের ঘটনা বেড়ে চলেছে। আমরা চাই অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে হবে।

জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি দুলাল সরকার বলেন,অভিযোগ হয়েছে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে। বিরোধীদের বিরোধীতা ছাড়া কিছু নেই।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

হামলায় এগিয়ে নৌকা, ৩ জানুয়ারি থেকে মাঠে সেনাবাহিনী

ঢাকা ঃ হামলা, সংঘাত আর হুমকির ঘটনা বাড়ছেই। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে পরিবেশ তত অস্থির হয়ে উঠছে। আর এই হামলা হুমকিতে এগিয়ে আছেন আওয়ামী লীগের নৌকার প্রার্থী ও কর্মীরা। এরই মধ্যে ৩ জানুয়ারি থেকে মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী।

নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ জানিয়েছেন, এপর্যন্ত আচরণবিধি লঙ্ঘনের ২৫৮টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ১৫৯টির নিস্পত্তি হয়েছে। এরমধ্যে ৬৪ জনের ব্যাপারে অধিকতর তদন্ত হচ্ছে। আর তিনজন প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে। জানা গেছে ওই তিন প্রার্থীই নৌকার। তিনি বলেন,২৯ ডিসেম্বর থেকে পুলিশ, র‍্যাবসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নির্বাচনের জন্য মাঠে থাকবেন। তখন আশা করি পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসবে।

প্রধানমন্ত্রী সংঘাত সংঘর্ষের কাজে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়ার কথা বলেছেন। নির্বাচন কমিশন শোকজ করছে , নোটিশ দিচ্ছে। কিন্তু তাতে কোনো কাজ হচ্ছে না। এসবকে পরোয়া করছেন না আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। তারা টার্গেট করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীদের। তারাই এখন নৌকার প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠেছেন। তাই তারাই হামলা ও হুমকির শিকার হচ্ছেন বেশি।

নির্বাচনের প্রচার শুরু হয় ১৮ ডিসেম্বর। এরইমধ্যে মাদারীপুর৩ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক সেকান্দার খাঁ নামে এজনকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ওই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কালকিনি উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি তাহমিনা বেগম। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের জন্য নৌকার প্রার্থী ও সংসদ সদস্য আব্দুস সোবহান গোলাপের লোকজনকে দায়ী করলেও গোলাপ তা অস্বীকার করেছেন। এর আগে বৃহস্পতিবার তাহমিনা বেগমের কর্মীদের মিছিলে হাত বোমা হামলা হয়।

আবার নৌকার সমর্থকেরাও কয়েক জায়গায় হামলার শিকার হয়েছেন। টাঙ্গাইল৫ আসনে রোববার রাতে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর সমর্থকদের ওপর গুলির ঘটনা ঘটে। এতে ছয়জন গুলিবিদ্ধ হন। পুলিশ এরইমধ্যে ওই গুলির ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুইজনকে ঢাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর ধরে হিসাব করে দেখা যায় আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হওয়ার পর এ পর্যন্ত ৯২টি হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে নির্বাচনী অফিস ভাঙচুর, মিছিলে গুলি ও বোমা হামলা, কোপানোসহ আরো অনেক ঘটনা আছে। আর হুমকি দেয়া হচ্ছে অহররহ। হুমকির মধ্যে চোখ উপড়ে ফেলা, হাতপা ভেঙে ফেলা, এলাকা ছাড়া করা সহ আরো অনেক ধরনের হুমকি আছে। এসব হুমকির কয়েকটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরালও হয়েছে। অন্যদিকে প্রার্থীদের সমাবেশ ও মিছিলে হত্যাসহ নানা মামলার আসামিদেরও দেখা যাচ্ছে। তারা এই সুযোগে প্রকাশ্যে আসার চেষ্টা করছেন।

বরগুনা১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ধীরেন্দ্র নাথ শম্ভুর সমাবেশে দুইদিন আগে বক্তৃতা করেন বিএনপি নেতা ও নাশকতা মামলার আসামি ইউপি চেয়ারম্যান মতিউর রহমান ওরফে রাজা। একদিন পর অবশ্য পুলিশ রাজাকে গ্রেপ্তার করে।

নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত ২২৮ জনকে শোকজ করা করেছে। এর মধ্যে নৌকার প্রার্থী ৯৭ জন। অন্যরা বেশির ভাগই স্বতন্ত্র হিসেবে অংশ নেয়া আওয়ামী লীগ নেতা। তাদের মধ্যে ৫৮ জন বর্তমান সংসদ সদস্য।

আর ১৮ ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত ৬১টি জায়গায় আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের কর্মীসমর্থকদের সঙ্গে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কর্মীসমর্থকদের সংঘর্ষ ও হামলার ঘটনা ঘটেছে। কোনো কোনো এলাকায় হামলা ও হুমকির মুখে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নিরাপত্তা না পেয়ে প্রচার কাজে নামতে পারছেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

নির্বাচন কমিশন কয়েকটি ঘটনায় প্রশাসন ও পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নিয়েছে। হবিগঞ্জের ডিসিসহ ওই জেলার তিন থানার ওসিকে সোমবার প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। ফরিদপুরের এসপিকে মঙ্গলবার প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে ফরিদপুর সদরের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদের কর্মী সমর্থকদের ওপর হামলা ও নির্বাচনী অফিস ভাঙচুরের ঘটনা বেশ আলোচিত। চাঁদপুরের মতলবেও একই পরিস্থিতি চলছে। স্বতন্ত্র প্রার্থী এম ইশফাক আহসানের কর্মী সমর্থকেরা ধারাবাহিক হামলার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামেরও কয়েকটি আসনে একই পরিস্থিতি চলছে।

ঝিনাইদহ১ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান এমপি আব্দুল হাই ও চট্টগ্রাম১৬ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান এমপি মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত দিয়েছে কমিশন। আব্দুল হাই এর বিরুদ্ধে দুইটি ঘটনায় আলাদা মামলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

এছাড়া বরগুনা২ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান এমপি ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভুকে তলবের পাশাপাশি কুমিল্লা৬ আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ও বর্তমান এমপি আ ক ম বাহাউদ্দীন বাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কমিশন।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, প্রার্থীরা শক্তিশালী হলে কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় বলে কিছু জায়গায় সংঘাতসংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। যার যেখানে শক্তি সেখানে সে শক্তি দেখানোর চেষ্টা করে। তবে আমরা চেষ্টা করছি এধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে। ভোট যেন শান্তিপূর্ণভাবে হয়। ভোটাররা যাতে স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীর কড়া নির্দেশ কোনো সংঘাতসংঘর্ষ করা যাবে না। ভোট হবে সুষ্ঠু।

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পরও নৌকার প্রার্থীরা থামছে না না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, থামছেনা, কিন্তু যখন ধরা খাবে তখন থেমে যাবে।

তার কথা, নির্বাচন কমিশন অতীতের চেয়ে আরো দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করছে।

তবে সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন,এখন প্রার্থীরা সোনার হরিণ ধরার চেষ্টা করছেন। এমপি হওয়া মানে ক্ষমতা, টাকা। এমপি হলে অর্থ বিত্তের মালিক হওয়া যায়। অন্যকে মালিক করা যায়। অন্যায় অপরাধ করে পার পাওয়া যায়। ফলে যেকোনো উপায়ে তারা এমপি হতে চান। আর এই কারণেই সংঘাতসংঘর্ষ হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলার পরও নৌকার প্রার্থীরা থামছেন না কেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যখন স্বার্থের প্রশ্ন আসে তখন কেউ কারো কথা শুনে না।

ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ বলেন, আমরা সব ব্যবস্থাই নিচ্ছি। কাউকে ছাড় দেয়া হচ্ছে না। তবে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া আছে। শোকজ, জবাব, তদন্ত এই প্রক্রিয়াগুলো অনুসরণ করতে হয়। ফলে একটু সময় লাগে। আমরা যেসব ব্যবস্থা নিচ্ছি তা প্রার্থীদের বিরুদ্ধে।

৩ জানুয়ারি মাঠে নামবে সেনাবাহিনী।

আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী। তবে ২৯ ডিসেম্বর থেকে সেনা মোতায়েন শুরু হবে। অশোক কুমার দেবনাথ জানান তারা ২৯ ডিসেম্বর থেকে ক্যাম্প স্থাপনের কাজ শুরু করবেন। মাঠে দায়িত্ব পালন করবেন ৩ ডিসেম্বর থেকে।

ইরাকে ইরানপন্থি বাহিনির উপর মার্কিন প্রত্যাঘাত

বগদাদ ঃ ইরাকে ইরানপন্থি বাহিনীর উপর মার্কিন হামলা। তার আগে ইরানপন্থিরা মার্কিন সেনার উপর আক্রমণ চালায় বলে অভিযোগ। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন জানিয়েছেন, ''এই প্রত্যাঘাত জরুরি ছিল। কারণ, ইরানের মদতপুষ্ট বাহিনী এর আগে মার্কিন সেনার উপর হামলা করে। একজন মার্কিন সেনার অবস্থা সংকটজনক। আরো দুইজন আহত হয়েছেন।'' সাবেক টুইটার ও বর্তমানে এক্সএ অস্টিন লিখেছেন, ''মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে ইরাকে কাতাইব হেজবল্লাহ ও তাদের সহযোগী গোষ্ঠীগুলির উপর তিন জায়গায় আক্রমণ করা হয়েছে। ইরাক ও সিরিয়ায় অ্যারিকার সেনার উপর একাধিক হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রত্যাঘাত করা হয়েছে।'' অস্টিন বলেছেন, ''মঙ্গলবার ভোরে ইরানের মদতপুষ্ট বাহিনীর আক্রমণে আহত মার্কিন সেনার জন্য তিনি প্রার্থনা করছেন।'' মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ''অ্যামেরিকাকে রক্ষা করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাইডেন দ্বিধা করবেন না। আমি এটও স্পষ্ট করতে চাই, বাইডেন এবং আমি অ্যামেরিকা, অ্যামেরিকার মানুষ ও সেনার স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ নেব।'' অস্টিন বলেছেন, ''ওই অঞ্চলে আমরা বিরোধ বাড়াতে চাই না। কিন্তু আমাদের মানুষ ও নাগরিকদের স্বার্থে, আমাদের তৈরি করা ব্যবস্থা রক্ষার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতেও আমরা দ্বিধা করব না।'' কাতাইব হেজবোল্লাহ ২০০৭ সালে ইরানের রেভলিউশনারি গার্ডের সাহায্যে একটি মিলিশিয়া গোষ্ঠী তৈরি করেন। ২০০৯ সালে অ্যামেরিকা তাদের বিদেশি জঙ্গি সংগঠন বলে ঘোষণা করে। গাজায় ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার পর ইরাকে অ্যামেরিকার সেনার উপর আক্রমণের সংখ্যাও বেড়েছে। ইরাকে আড়াই হাজার ও সিরিয়ায় নয়শ মার্কিন সেনা আছে।

বেইজিংয়ে রেকর্ড ঠান্ডা, চীনে শৈত্যপ্রবাহ

বেইজিং ঃ রেকর্ড করলো বেইজিং। সবচেয়ে বেশি সময় ধরে শূন্যের থেকে কম তাপমাত্রার রেকর্ড। ১৯৫১র পর এত ঠান্ডা পড়েনি। গোটা চীন জুড়ে শৈত্যপ্রবাহ চলছে। উত্তর ও উত্তরপূর্ব চীনের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে কিছু জায়গায় তাপমাত্রা শূন্যের থেকে ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস নিচে নেমে গেছে। রাজধানী বেইজিং তো নতুন রেকর্ড করে ফেলেছে। ১১ ডিসেম্বর থেকে বেইজিংয়ে ৩০০ ঘণ্টা ধরে তাপমাত্রা ছিল শূন্যের নিচে। রাষ্ট্রায়ত্ব বেইজিং টুডে সংবাদপত্রের রিপোর্টে এই তথ্য দেয়া হয়েছে। তবে সোমবার বেইজিংয়ে দিনের তাপমাত্রা ছিল তিন ডিগ্রি ও রাতে মাইনাস সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস। চীনের আবহাওয়াঅফিস দেশের ৭৮টি আবহাওয়া কেন্দ্র থেকে রিপোর্ট নিয়ে জানিয়েছে, এইবার রেকর্ড ঠান্ডা পড়েছে। গোটা চীনকে ধরলে ১৯৬১ সালের পর থেকে এত ঠান্ডা আর পড়েনি। বেইজিংয়ের দক্ষিণপশ্চিমে হেনান প্রদেশের বিভিন্ন শহরে হিটিং ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ব মিডিয়া জানিয়েছে, জিয়াওজাউতে বয়লার বিকল হয়ে পড়েছে। ২৬ ডিসেম্বরের মধ্যে তা ঠিক করার চেষ্টা চলছে। এই এলাকায় মোট কতগুলি বয়লার খারাপ হয়েছে তা অবশ্য জানানো হয়নি। হেনানের দুইটি শহরে সরকারি অফিস ও প্রসাশনিক ভবনে হিট সাপ্লাই বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। শহরের সব বাসিন্দার বাড়িতে যাতে হিটিং ব্যবস্থা চালু থাকে, সেজন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বেইজিংয়ের কিছু এলাকায় পাইপ লিক হয়ে গরম ধোঁয়া উপরে উঠতে দেখা গেছে। তার উপর বরফ পড়ে উত্তর চীনে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। স্কুলকলেজ বন্ধ। তবে সোমবার থেকে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়ায় মানুষ অল্প স্বস্তি পয়েছেন।

কে ঠিক, বিকাশ ভট্টাচার্য না কুণাল ঘোষ?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত) ঃ মামলার 'ফি' নিয়ে আবেদনকারীর 'বিরুদ্ধাচরণ' করার অভিযোগ বিকাশ ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে। অভিযোগ খারিজ আইনজীবীসাংসদের।

স্কুলে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে একগুচ্ছ মামলা চলছে হাইকোর্টে। বিভিন্ন মামলায় চাকরিপ্রার্থীদের পক্ষে আইনি সওয়াল করেছেন বিকাশ ভট্টাচার্য। তার বিরুদ্ধেই অভিযোগ তুলেছে চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ।

স্কুলে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিযোগের ক্ষেত্রে আইনি লড়াই চলছে বহুদিন ধরে। 'বঞ্চিত' চাকরিপ্রার্থীদের হয়ে বারবার আদালতে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে বাম সাংসদ, আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যকে। নিযোগ সংক্রান্ত মামলায় যুক্ত হয়ে তিনি খুবই পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন।

সেই বিকাশের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন এসএলএসটির নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। কর্মশিক্ষা ও শারীরশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীদের দাবি, এই প্রবীণ আইনজীবী তার সহযোগীর মাধ্যমে বিপুল টাকা 'ফি' নিয়েও কার্যত তাদেরই বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন।

গত সপ্তাহে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের সঙ্গে বৈঠক করেন এই চাকরিপ্রার্থীরা। তারপর সাংবাদিক বৈঠকে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তারা। চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, বিকাশের সহকারী, আইনজীবী দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় মামলা লড়ার 'ফি' হিসেবে ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তাদের কাছ থেকে। শারীরশিক্ষার নিযোগের ক্ষেত্রে প্রতি শুনানিতে এক লক্ষ ২০ হাজার টাকা ও কর্মশিক্ষার প্রত্যেক শুনানিতে ৭০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়।

চাকরিপ্রার্থীদের পাশে দাঁড়িয়ে কুণাল বলেন, ''আইনজীবীদের একটা অংশ তাদের আর্থিক স্বার্থে মামলাকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছেন। সরকারের নিযোগ প্রক্রিয়ায় কার্যত বাধা তৈরি করছেন, প্যানেল আটকে দিতে চাইছেন। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়দা নেয়ার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ।''

ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে সাবেক অ্যাডভোকেট জেনারেল বিকাশ ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গের অগ্রণী আইনজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। তিনি রাজ্যসভার সিপিএম সাংসদ। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল ডয়চে ভেলে।

তিনি বলেন, ''সম্পূর্ণ অসত্য অভিযোগ। আদালতে সওয়াল করে বেআইনি নিয়োগ আটকে দিতে পেরে আমি গর্বিত। চাকরিপ্রার্থী ও জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য এই অভিযোগ আনা হয়েছে। এটা ওদের রাজনৈতিক কৌশল।''

তৃণমূল নেতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকাশের বক্তব্য, ''তদন্তে আমি দোষী প্রমাণিত হলে আমাকে প্রকাশ্যে চাবুক মারুন। আর মিথ্যে প্রমাণিত হলে, নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে কুণাল ঘোষকে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেক চাকরিপ্রার্থী চপেটাঘাত করবেন।''

নবম থেকে দ্বাদশের যে চাকরিপ্রার্থীরা হাজার দিনের বেশি অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন। তারা এই ধরনের অভিযোগ শুনে কিছুটা বিস্মিত। নদিয়ার প্রার্থী আবু নাসের বলেন, ''বিকাশ ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই মামলা লড়ছেন। কিন্তু এজন্য তিনি টাকা নিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।''

আইনজীবীর জুনিয়র দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায় টাকা নেয়ার কথা অস্বীকার করেননি। এমন দাবিও করেননি যে, বিনা পারিশ্রমিকে মামলা লড়া হচ্ছে। তার ভাষায়, ''শুনানিতে যে ফি নেয়ার কথা, সেটাই আবেদনকারীরা দিয়েছেন। সেই অঙ্ক ২৭ লক্ষ কি না তা বলা সম্ভব নয়। টাকা শুনানির ভিত্তিতে নেয়া হয়, এককালীন নয়।''

জুনিয়রদের ফি নেয়ার কথা অস্বীকার করেননি বিকাশ। তিনি নিজে টাকা নেননি, এ কথা জানিয়ে আইনজীবী বলেন, ''কে কাকে কত টাকা দিয়েছেন, সেটা আমি বলতে পারব না। তবে মামলা বিনা পয়সায় হয় না। যে জুনিয়রকে টাকা দিয়েছেন, ওরা নিশ্চয়ই দেখিয়েছেন যে, কত টাকা খরচ হতে পারে।''

আবেদনকারীর বিরুদ্ধাচরণ?

পেশাগত ভাবে পারিশ্রমিক নেয়া কোনো আইনজীবীর পক্ষে অন্যায় নয়। অধিকাংশ আন্দোলনকারী এ ব্যাপারে একমত। তাদের কেউ কেউ অবশ্য বলছেন, 'বঞ্চিত' প্রার্থীদের বড় অংশই দরিদ্র পরিবারের সন্তান। তাই এই লড়াইয়ে বেশি 'ফি' না নেয়াই কাম্য।

তবে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা অভিযোগ তুলেছেন, টাকা নিয়েও বিকাশ ভট্টাচার্য ও তার সহকারীরা আবেদনকারীদের চাকরি লাভের পথে বাধা তৈরি করছেন। তাদের বক্তব্য, সরকার চাকরির ব্যবস্থা করতে চাইলে আটকে দেয়া হচ্ছে। যে আবেদনকে হাতিয়ার করে নিয়োগ আটকানো হচ্ছে, তার শংসাপত্র ভুয়া। পারিশ্রমিক নিয়েও কেন বাধা তৈরি করছেন বিকাশ ভট্টাচার্য?

এই বক্তব্য সঙ্গে সহমত পোষণ করেন নাসের সহ চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ। নাসেরের বক্তব্য, ''শুধু ওএমআর শিট জালিয়াতি করে প্রার্থীদের বঞ্চিত করা হয়েছে, এমন নয়। র‍্যাংক অদলবদল করা হয়েছে। অন্য পন্থাও নেয়া হয়েছে। অযোগ্য শিক্ষকদের বাদ দিলেই সব প্রার্থীর নিযোগের জায়গা তৈরি হবে না। তাই সরকার যে 'সুপারনিউমেরারি' বা অতিরিক্ত পদে নিযোগ করতে চাইছে, সেটা সকলের চাকরি পাওয়ার পক্ষে জরুরি। তাতে কেন বিকাশ ভট্টাচার্য বাধা দিচ্ছেন, আমরা বুঝতে পারছি না।''

মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির নীচে শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা অবস্থান করছেন। কুণাল বলেন, ''ওদের মঞ্চে গিয়ে কথা বলার পর আমি বিষয়টি যথাস্থানে জানাই। পরের দিন ধর্না মঞ্চে দুজন আধিকারিক যান। তারপরই পদ তৈরি করে সুপারিশপত্র দেয়া হয়। কিন্তু পাল্টা মামলা হওয়ায় নিযোগপত্র দেয়া যাচ্ছে না, যে মামলাটি লড়ছেন বিকাশ ভট্টাচার্য।''

এই অভিযোগের জবাব বিকাশ বলেন, ''অতিরিক্ত পদ তৈরি করা আইনবিরুদ্ধ, সংবিধানবিরুদ্ধ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যারা এতদিন লড়াই করেছেন, তারা এতে দুর্নীতির পাঁকে পড়ে যাবেন। এটা তৃণমূল থেকে ওদের বোঝানো হয়েছে। কয়েকজনের সুবিধার জন্য আইনবিরুদ্ধ কাজ করা কোনো সৎ মানুষের উচিত নয়।''

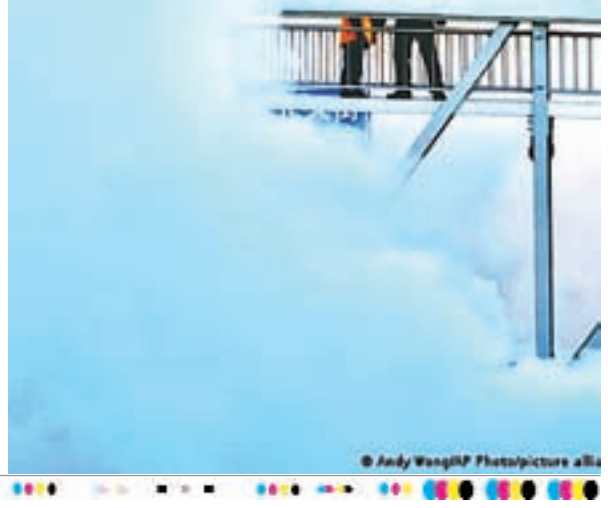

সম্পাদকীয়

যুক্তরাষ্ট্র না রাশিয়া, কোন দিকে যাবে তুরস্ক

প্রজাতন্ত্র হিসেবে তুরস্ক এক শ বছর পার করছে। এই মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে দেশটির ভবিষ্যৎ পররাষ্ট্রনীতি কোন দিকে মোড় নেবে, তা বোঝার জন্য ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা জরুরি। বিশেষ করে পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কটা বিবেচনা করা জরুরি। কেননা এ সম্পর্ককে উত্তেজনা ও দুই পক্ষের বাস্তব স্বার্থদুটি বিষয় দিয়েই চিত্রিত করা যায়। সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের বিজয় আধুনিক তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন) সম্পর্কের ওপর অনেক ধরনের প্রভাব ফেলবে। এরদোয়ানের নতুন মেয়াদে এই সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্যস্ত হবে এবং ভবিষ্যতের গতিপথ ঠিক করে দেবে। ঐতিহাসিকভাবে অটোমান সাম্রাজ্যের সময় থেকেই তুরস্কের জনগণের মনোভাব ও রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে পশ্চিমা জনমনে চাপান উতোর চলে আসছে। অটোমান সাম্রাজ্য ক্ষমতা সংহত করলে পশ্চিমে ভয় ও তিক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে তুরস্ক নিয়ে পশ্চিমাদের মধ্যে এই মনোভাব আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিককালে একের পর এক ঘটনা পশ্চিমের (বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র) সঙ্গে তুরস্কের

সম্পর্কে জটিলতা তৈরি করেছে। ২০০৩ সালে আমেরিকান সেনাদের ইরাক অভিযানে তুরস্ক তাদের ভূমি ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানানোর পর ওয়াশিংটনের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হয়। ২০১১ সালে তেল আবিবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে আঙ্কারা যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েল তুরস্ক জোট ভেঙে দেয়। একই বছরে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বিপরীতে দিয়ে সিরিয়া প্রশ্নে নিজেদের পৃথক নীতি গ্রহণ করে। সময়ের পরিক্রমায় কিছু বিষয় বদলে গেছে। যেমন অর্থনৈতিক স্বার্থে তুরস্ক ইসরায়েলের সঙ্গে কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। ২০২২ সালে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট আঙ্কারা সফর করেন। ১৪ বছরের মধ্যে দুই দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলোচনা এটি। পশ্চিমা দেশগুলো, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু সিরিয়া ইস্যুতে তুরস্কের অবস্থান পশ্চিমের সঙ্গে দেশটির বিবাদ ও অস্বস্তির কারণ হয়েছে। কেননা সিরিয়া প্রশ্নে তুরস্ক রাশিয়া ও ইরানের পথ অনুসরণ করছে। ন্যাটো সদস্য গ্রিসের সঙ্গে তুরস্কের অব্যাহত উত্তেজনাও দেশটির সঙ্গে পশ্চিমের সম্পর্কে প্রভাব ফেলছে। তুরস্কের ধর্মীয় নেতা ফেতুল্লাহ গুলেনকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করে আঙ্কারা। ১৯৯৯ সাল থেকে গুলেন পেনসিলভানিয়ায় স্বেচ্ছানির্বাসনে রয়েছেন। গুলেনের হিজমেত আন্দোলনকে তুরস্ক সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে আখ্যা দেয়। ২০১৬ সালের অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার জন্য গুলেনকে দায়ী করে তাঁকে তুরস্কের হাতে তুলে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছে আঙ্কারা। কিন্তু সেই আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায় দুই দেশের উত্তেজনার পারদ আরও চড়েছে। গত কয়েক বছরে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমের আরও কিছু বিষয়ে বিরোধ তৈরি হয়েছে। এসব বিষয়ের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া থেকে পাইপলাইনে করে তুরস্কে তেল ও গ্যাস সরবরাহ, তুরস্কের কাছে রাশিয়ার এস৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ অন্য অস্ত্র বিক্রি, পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরিতে রাশিয়ার কারিগরি সহায়তা এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সহযোগিতা বৃদ্ধি। এ ছাড়া ন্যাটোর মধ্যে তুরস্ক একমাত্র দেশ, যারা ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়নি। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাকে পাশ কাটিয়ে রাশিয়ার জ্বালানি চীন ও ইরানে পরিবহনে করেছে তুরস্ক। তুরস্কের যে অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান, সেটাকে ব্যবহার করে দেশটি ন্যাটোতে প্রাচ্য ও পশ্চিমের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে। ন্যাটোতে ফিনল্যান্ডের যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে তুরস্ক মূল ভূমিকা পালন করেছে। সুইডেনের ক্ষেত্রেও প্রথমে মৃদু আপত্তি করলেও ওয়াশিংটনের দিক থেকে এফ১৬ যুদ্ধবিমান বিক্রি করার প্রস্তাবে সেই আপত্তি তুলে নেয় তারা। সুইডেনকে ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সম্মতি দিলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নে তুরস্কের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে আছে। এ বিষয়টি পশ্চিমের সঙ্গে তুরস্কের উত্তেজনা জিইয়ে থাকার বড় কারণ। দ্রুতবর্ধনশীল অর্থনীতি, প্রাচুর্যময় প্রাকৃতিক সম্পদ, অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান এসব কারণে তুরস্ক একই সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাশিয়া ও চীনের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

জানা অজানা

বাংলাদেশে সস্তা পোপা, পোয়া বা পোমা মাছ কেন লাখ টাকায় বিক্রি হলো?

সম্প্রতি কক্সবাজারে এক জেলের জালে একসাথে অনেকগুলো কালো পোয়া মাছ ধরা পড়ার খবর বেশ আলোড়ন ফেলেছে। স্থানীয়ভাবে এই মাছকে অবশ্য পোপা বা দাঁতিনা মাছও বলা হয়। শুক্রবার মহেশখালী সমুদ্র উপকূলে একটা জালেই ১৫৯টি পোপা মাছ ধরা পড়ার খবর চাউর হতেই এর দাম নিয়ে নানা গুঞ্জনও ডালপালা মেলে। কারণ জানা গেছে, শুরুতে জেলে মাছগুলোর দাম হাঁকিয়েছিলেন দুই কোটি টাকা। তবে মহেশখালীর ধলঘাটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আহসান উল্লাহ বাচ্চু বিবিসিকে নিশ্চিত করেছেন, মাছগুলো চট্টগ্রামে ৩৬ লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। স্থানীয়ভাবে লোকপ্রিয় মাছের তালিকায় খুব একটা শোনা যায় না এই মাছের নাম। ফলে জেলের হাঁকানো দাম এবং যে দামে ওই মাছ বিক্রি হয়েছে, তা খানিকটা বিস্ময়ই তৈরি করেছে। কিন্তু তাহলে কক্সবাজারের এই মাছের এত দাম কেন? কেন এত দামী এ মাছ?

ঢাকার বাজারে সাধারণত প্রতি কেজি পোপা বা পোয়া মাছের দাম আড়াইশো টাকা থেকে শুরু হয়। তবে আকৃতির ওপর ভিত্তি করে দামের ওঠানামা নির্ভর করে। জানা যাচ্ছে, মহেশখালীতে যে কালো পোপা ধরা পড়েছে সেগুলোর একেকটির ওজন ছিল পাঁচ থেকে ১০ কেজির মধ্যে। এর মানে হচ্ছে এই মাছগুলো বেশ বড় আকারের ছিল। কক্সবাজার মেরিন ফিশারিজ ও প্রযুক্তি কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. শফিকুর রহমান বিবিসিকে বলেছেন, দামটা আসলে নির্ভর করে মাছের এয়ার ব্লাডারের উপর। এয়ার ব্লাডার বা সুইম ব্লাডার মাছের জন্য ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এটি মাছকে জলেতে ভাসিয়ে রাখে। ভেতরে বাতাসে ফাঁপা সাদা রংয়ের এই বস্তুটিকে কক্সবাজারের স্থানীয় ভাষায় ফদনা বলা হয়ে থাকে। কারো কারো কাছে এর পরিচয় ফ্যাপড়া বা ফটকা নামেও। শফিকুর রহমান বলেন, যে সমস্ত মাছে ফটকা বড় হয় তাদের মূল্যও বেশি হয়। বিভিন্ন কোম্পানি এখন সব মাছের এয়ার ব্লাডার সংগ্রহ করছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা আছে, এগুলো বিদেশে রপ্তানি হয়। এই এয়ার ব্লাডার থেকে সার্জারির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কসমেটিকস তৈরি হয় বলে জানান এই মৎস্য কর্মকর্তা। জাপানে এর গুরুত্ব বেশি, সেলাইয়ের সুতা, বিভিন্ন মেডিসিন এ থেকে উৎপন্ন হয়, বলেন মি. শফিকুর।

ফিলিস্তিনের যে বালক মারা যাবার পর ইউটিউবে বিখ্যাত হয়ে উঠলো

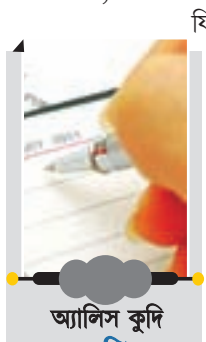

অ্যালিস কুদি
প্রাবন্ধিক

আউনি এলদুস মারা যাবার পর তার স্বপ্নটি সত্যি হল।

২০২২ সালের অগাস্টে ছেলেটি এক ভিডিও প্রকাশ করে, সেখানে মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে হাসিমুখে নিজের ইউটিউব গেমিং চ্যানেল নিয়ে স্বপ্নের কথা জানায় সে।

তাহলে দর্শক, আমার পরিচয় দিচ্ছি আপনাদের, আমি গাজায় বসবাসকারী এক ফিলিস্তিনি, ১২ বছর বয়স আমার। এই চ্যানেলের লক্ষ্য ১ লাখ সাবস্ক্রাইবার অথবা ৫ লাখ বা এক মিলিয়ন হওয়া, বলতে শোনা যায় তাকে। সে তার এক হাজার সাবস্ক্রাইবারের উদ্দেশ্যে ভিডিওটি শেষ করে শান্তিতে থাকো বলে।

এর ঠিক বছরখানেক পর হামাস ইসরায়েল যুদ্ধে একেবারে প্রথমদিকে মারা যাওয়া শিশুদের একজন হয় আউনি।

তার স্বজনরা বলছে আউনিদের বাড়িতে ইসরায়েল বিমান হামলা করে ৭ই অক্টোবর, ঠিক হামাস যোদ্ধারা সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলে ঢুকে ১২০০ জনকে হত্যা ও ২৪০ জনকে জিম্মি করার কয়েক ঘণ্টা পরেই।

আউনি এলদুস নামের এই চ্যানেলে এখন প্রায় দেড় মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার। তার সেই পরিচয় দেয়ার ভিডিও কয়েক মিলিয়নবার দেখা হয়েছে - আর অন্যান্য ভিডিওর মধ্যে একটাতে সে কোন কথা ছাড়া শুধু কম্পিউটার গেম খেলছে সেটার ভিউ হয়েছে আরও প্রায় দুই মিলিয়ন।

তার ফুফু অ্যালা'আর বর্ণনায় সে ছিল হাসিখুশি, আত্মবিশ্বাসী এবং পরোপকারী এক ছেলে, যে তাকে সবসময় স্বাগত জানাত। আর তার কম্পিউটার প্রীতির জন্য তার পরিবারের আরেক সদস্য তাকে ইঞ্জিনিয়ান আউনি বলে ডাকতো।

অন্যদের কাছে এই ১৩ বছর বয়সী গেমার একটা প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে, যে গাজা উপত্যকায় কীভাবে শিশুরা প্রতিনিয়ত মারা যাচ্ছে তা তুলে ধরছে।

দয়া করে আমাদের মাফ করে দিও, তার ভিডিওর নিচে একজনের মন্তব্য এটি। আক্ষেপ করে লিখেছেন মারা যাওয়ার আগে যদি তোমার সাথে পরিচয় থাকতো।

হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ২০ হাজারের উপর মানুষ মারা গিয়েছে - যাদের এক তৃতীয়াংশ হল শিশু।

শিশুদের নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক সংগঠণ ইউনিসেফ গাজাকে বর্ণনা করছে পৃথিবীতে শিশুদের জন্য সবচেয়ে অনিরাপদ অঞ্চল হিসেবে।

হামাসের হামলা চালানোর পর যখন এরপর ইসরায়েল পাল্টা হামলা শুরু করে, তখন অ্যালা'আ চিন্তা করতে থাকেন যে গাজা শহরে যে বাড়িতে তার পরিবার আছে সেখানেও বোমা ফেলে ধ্বংস করা হতে পারে। সেই রাতে ৮টা ২০ মিনিটের দিকে, তার ফোনে এক বন্ধুর বার্তা আসে আউনিদের বাড়িতে বোমা পড়েছে।

জেইতুনে এক তিনতলা বাড়ির বিভিন্ন তলায় তাদের পরিবারের সব ভিন্ন ভিন্ন আত্মীয় স্বজনরা বসবাস করতো। সেটারই এক তলায় আউনি তার বাবা, মা, দুই বোন এবং দুই ভাইয়ের সঙ্গে থাকতো। অক্টোবরের এই হামলার কথা বলা আছে মানবাধিকার সংগঠন অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালেও।

হঠাৎ ভবনের উপর দুটি বোমা পড়লো এবং আমাদের বাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। আমার স্ত্রী এবং আমি ভাগ্যবান ছিলাম যে আমরা বেঁচে যাই কারণ আমরা একেবারে উপরের তলায় ছিলাম, জানান আউনির চাচা মোহাম্মদ।

তিনি এবং তার প্রতিবেশি দুজনই জানান তারা কোন সতর্ক সংকেতও পাননি। এটা একেবারেই হঠাৎ করে...বুম প্রতিবেশিটি বর্ণনা করছিলেন।

ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) এই নির্দিষ্ট হামলার বিষয়ে কোন মন্তব্য করেনি, তবে তাদের বক্তব্য হল তারা সামরিক স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা চালায় এবং হামাসের অতীত ইতিহাস বলে করে তারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি বা এর নিচে থেকে তাদের কার্যক্রম চালায়।

বিবৃতিতে বলা হয় ঃ আইডিএফ যখন কোন সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায় সেটা আন্তর্জাতিক আইনের বিধান মেনেই করেই করা হয়। যেমন যথেষ্ট পূর্ব সতর্কতা নেয়া এবং হামলার কারণে যাতে বেসামরিক নাগরিক ও নাগরিকদের সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ, যে সামরিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে হামলা করা হল সেটাকে ছাড়িয়ে না যায়।

আরো বলা হয় যে আইডিএফ তাদের অপারেশনের কারণে কোন বেসামরিক নাগরিক বা নাগরিকদের সম্পদের ক্ষতির জন্য দুখ্ প্রকাশ করে এবং তাদের সমস্ত অপারেশন পরীক্ষা করে দেখে যে এ থেকে শিক্ষা নিয়ে কি করে উন্নতি করা যায় এবং সমস্ত নিয়ম কানুন মেনে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।

'সে ফ্যান ও ফলোয়ার চেয়েছিল'

অ্যালা'আ যে মেসেজটি পেয়েছিল ফোনে সেটি সে বিশ্বাস করতে চায়নি। কিন্তু ওয়াই ফাই চালু করে সে দেখে তাদের পরিবারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু তার ভাইয়ের ছবিটি সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছে ঃরেস্ট ইন পিস।

এরপরই সে দৌড়ে হাসপাতালে যায়। তারা আমাকে লাশগুলো শেষবারের মতো দেখতে বলে কিন্তু আমার স্বামী মানা করে দেয়...কারণ সে চেয়েছিল আমি যাতে তাদের জীবিত থাকতে সুন্দর চেহারাগুলোই মনে রাখি, উদ্বাস্ত হয়ে পড়া অ্যালা'আ দক্ষিণ গাজা থেকে আমাদের ফেসবুক মেসেঞ্জারে এটি লিখে পাঠায়।

তিনি জানান আউনিসহ তাদের পরিবারের ১৫ জন সদস্য সে রাতে মারা যায়।

তিনি আউনিকে বর্ণনা করেন একজন শান্ত, সাহায্যকারী ছেলে হিসেবে। তার বাবা ছিল কম্পিউটার প্রকে।শলী এবং অ্যালা'আ জানান যতদূর তার মনে পড়ে আউনি পুরোপুরি তার বাবাকে অনুকরণ করতো, ল্যাপটপ খুলে বিভিন্ন অংশ আলাদা করতো এবং আবার সেটাকে লাগানোর চেষ্টা করতো।

আউনির ফেসবুক পেজে শেয়ার করা ছবিতে দেখা যায়, সে একটা ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে একটা কম্পিউটার মাদারবোর্ড দেখাচ্ছে তার সহপাঠীদের, যেখানে সে 'লিটল টিচার' নামে একটা বিশেষ স্কিমের অধীনে শিক্ষার্থীদের একটা প্রযুক্তি সেশন নিচ্ছিল।

তার মারা যাবার পরপরই, তার এক শিক্ষক আউনির সাথে একটা ছবি পোস্ট করে লেখে, ছেলেটির মুখে সবসময় হাসি লেগে থাকতো।

অ্যালা'আ জানান স্কুলের বাইরে আউনি তার পরিবারের সাথে সময় কাটাতেই ভালবাসতো। তিনি বলেন এক খুবই চমৎকার রাতে' একবার আউনি ও তার ভাইবোনদের সাথে মিলে সে সিনেমা দেখেছিল, চকলেট আর চিপস খেয়েছিল সবাই মিলে।

আউনি মারা যাবার তিন সপ্তাহ আগে শেষ বারের মতো তাকে পরিবারের সাথে নাস্তা করতে দেখেছিল অ্যালা'আ, যেখানে তিনি তার ভাতিজার উদ্দেশ্যে বলেন,আউনি তো এখন বড় মানুষ হয়ে উঠছে।

আউনি কম্পিউটার এবং গেমিং ভীষণ ভালবাসতো এবং সে তাদেরকেই আদর্শ মানতো যারা ইউটিউবে এই শখ নিয়ে ক্যারিয়ার গড়েছে।

সেও তাদের মতো হতে চেয়েছিল - অনেক ফ্যান আর ফলোয়ার থাকবে, বলেন অ্যালা'আ।

আউনি তার ইউটিউব চ্যানেল শুরু করে ২০২০ সালে জুন মাসে, শেষ ভিডিও আপলোড করে এ বছরের অগাস্টে। তার চ্যানেলে প্রকাশ করা মোট ১০টি ভিডিওতে দেখা যায় সে কোনটাই ফুটবলের গেম খেলছে, কোনটাই কার রেসিং গেম ব্লার খেলছে এবং শ্যুটিং গেম কাউন্টার স্ট্রাইক খেলছে সে।

বড় ক্যাপশনে সে গেমগুলোর বিশদ বর্ণনা দিয়েছে, এগুলো কোন কম্পানি বানিয়েছে এবং কবে প্রকাশ পেয়েছে।

আউনি তার এক চাচার সাথেও ভিডিও করেছে, যেখানে দুজন মিলে চ্যানেলে নানান ধরনের 'বিশেষ' কন্টেন্ট বানানোর কথা বলছে, এবং একসাথে ঘোষণা দিচ্ছে দারুণ কিছু হতে যাচ্ছে।

তারা বলে যে তাদের পরিকল্পনা হল চ্যানেলে আরও নানান ধরনের ভ্লগ ও সাক্ষাৎকার যুক্ত করা।

আশরাফ এলদুস, আউনির দূর সম্পর্কের আত্মীয় যিনি একজন প্রোগ্রামার হিসেবে কাজ করেন এবং অনেকগুলো ইউটিউব চ্যানেল চালাতে সাহায্য করেন, জানান যে বালকটি প্রায়ই তার কাছে পরামর্শ চাইতো।

২০২২ সালের এক মেসেজ দেখান তিনি বিবিসিকে, যেখানে আউনি তাকে আশরাফ ভাই বলে সম্বোধন করছে এবং ইউটিউব বিষয়ক টিপস চাইছে। এমনকি সে তার বাবার ফোন থেকেও লুকিয়ে তার সাথে পরার্শের জন্য যোগাযোগ করতো বলে জানান আশরাফ।

আশরাফ বলেন শেষবার যখন আউনির বাবার সাথে তার কথা হয় তিনি বলেছিলেন, আউনির খেয়াল রেখ। তার প্রশ্নের উত্তর দিও, সে অনেক কিছু করতে চায়।

তার উচ্চাশা ছিল সে আমার প্রতিযোগি হবে অথবা একসাথে কাজ করবে, বলেন আশরাফ। সে নিজেই একটা ইউটিউব চ্যানেল খোলে। এটা খুব বড় ছিল না, বেশি ভিউও হত না। কিন্তু সবকিছুর শুরুতেই কষ্ট করতে হয়।

যে ভিডিওতে আবুফ্লাহ কাঁদছে, সেখানে তিনি বলেন, এটা এতোটাই লজ্জার যে ছেলেটি মারা গিয়েছে...এই শিশুটি আসলে আরো অনেকের মতো একজন, যারা হয়তো আরও কম বয়সে মারা যাচ্ছে। আল্লাহর ইচ্ছায় তারা জান্নাতের পাখি হয়ে যাবে।

আপনারা যেটা দেখেছেন এটা আসলে নিজে থেকেই এসেছে, আমি চোখের পানি আটকাতে পারছিলাম না, গত অক্টোবরে প্রকাশ করা সেই ভিডিও নিয়ে বিবিসিকে বলেন আবুফ্লাহ।

এটা আসলে আমার জন্য খুবই আবেগের যে সে আমাকে আদর্শ মানতো।

তাকে প্রশ্ন করা হয় কেন আউনির প্রভাব এত বিরাট আকারে পড়লো বলে তার মনে হয়, আবুফ্লাহ বলেন, ফ্যানরা তাদের নিজেদের মধ্যে আউনিকে দেখেছে। আমরা সবাই আউনি।

এই টিনেজারের পুরো পরিবার - তার চার ভাইবোন, বাবা এবং মা সবাই একসাথে মারা যায়। কিন্তু তার বেঁচে থাকা স্বজনরা বলছে মৃত্যুর পর আউনি যে খ্যাতি পেয়েছে তাতে তারা গর্বিত।

এটা আল্লাহর একটা উপহার যে বিশ্বজুড়ে এত মানুষ তাকে ভালোবাসে, বলেন অ্যালা'আ।

সে এত আগ্রহ সহকারে তার চ্যানেল নিয়ে এসব বলতো, এখন সে নিশ্চয় জান্নাতে খুব সুখে আছে।

কিন্তু আউনি মারা যাবার পর গত অক্টোবর থেকে তার ভিউ হঠাৎ অনেক বাড়তে থাকে, তার চ্যানেল নজড়ে পড়ে প্রতিষ্ঠিত সব ইউটিউবারদের, যাদের একজন কুয়েতি গেমার আবুফ্লাহ।

একটা খুবই আগেবপূর্ণ ভিডিওতে আবুল্লাহকে কাঁদতে দেখা যায় এবং তিনি ক্যামেরা থেকে সরে যান, এই ভিডিওটি প্রায় ৯ মিলিয়নবার দেখা হয়েছে।

তিনি হঠাৎ আবিস্কার করেন যে আউনি তাকে সামাজিক মাধ্যমে একটা মেসেজ দিয়ে রেখেছিল।

একটা মেসেজে লেখা ছিল, গাজার ফিলিস্তিনি শীতের সাথে কোনকিছুর তুলনা চলে না এখানকার পরিবেশটা হয় কিংবদন্তিতুল্য। আমরা সাহলাব (দুধের একটা মিষ্টি শরবত জাতীয়) পান করছি, এটা খুবই চমৎকার। আমরা ভাজা বাদামও খাচ্ছি সাথে। আমার আশা আপনি একবার ফিলিস্তিন আসবেন, ভালবাসা নেবেন।

আরেকটা মেসেজে আউনি আবুফ্লাহকে লিখেছে, আপনি একজন লিজেন্ড এবং আদর্শ।

সাময়িকী

তারা এখানে বোমা পাঠিয়ে কীভাবে বড়দিন উদ্‌যাপন করছে

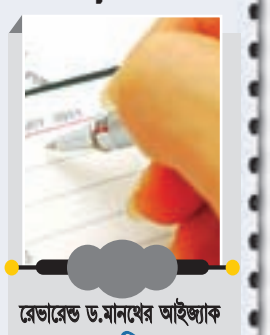

রেভারেন্ড ড.মানথের আইজ্যাক
প্রাবন্ধিক

আমরা ক্ষুব্ধ। আমরা বিদীর্ণ। উৎসবের এই মৌসুমে আমরা শোকে নিমজ্জিত। আমরা ভয়ার্ত।

এখন পর্যন্ত নিহত হয়েছে ২০ হাজার মানুষ। ইট সুরকির চাঁইয়ের নিচে চাপা পড়ে আছে হাজার হাজার মরদেহ। নৃশংসতার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটিয়ে হত্যা করা হয়েছে প্রায় ৯ হাজার শিশুকে। দিনের পর দিন, দিনের পর দিন। প্রায় ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত। শত শত, হাজার হাজার বাড়িঘর বিধ্বস্ত। গাজার অস্তিত্ব মুছে গেছে প্রায়। যা চলছে, তা নিধনযজ্ঞ। গণহত্যা। আর এই বিশ্ব চেয়ে চেয়ে দেখছে, দেখছে চার্চগুলোও। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গাজার মানুষ তাদের ছবি পৌঁছে দিচ্ছে বিশ্ববাসীর উদ্দেশে। কিন্তু এতে কি পৃথিবীর কিছু আসে যায়? বেথলেহেমে আমাদের ভাগ্যে কি তবে এটাই লেখা ছিল? রামাল্লায়? জেনিনে? এই কি আমাদের ভবিতব্য? বিশ্বের এই নীরবতায় আমরা নির্বাক। তথাকথিত 'মুক্ত' দেশগুলোর নেতারা একের পর এক অবরুদ্ধ জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যার পক্ষে সবুজ সংকেত দিয়ে গেছেন। তাঁরা ধ্বংসযজ্ঞকে আড়াল করতে শুধু আগাম অর্থই বরাদ্দ করেননি, রাজনীতির পর্দা দিয়ে প্রকৃত ঘটনা ও প্রেক্ষাপটকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এই কাজে এখন তাঁদের একটি ধর্মতাত্ত্বিক পর্দা চাই। তাই ডাক পড়েছে পশ্চিমা চার্চগুলোর। দক্ষিণ আফ্রিকার চার্চ আমাদের শিখিয়েছিল, 'রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ধর্মতত্ত্ব' কী। ধর্মতত্ত্ব ও বাইবেলের ভাষ্যের অপব্যবহার করে তারা বর্ণবিদ্বেষ, পুঁজিবাদ ও সর্বগ্রাসী শাসনব্যবস্থাকে যৌক্তিকতা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। ধর্ম ব্যবহার করা হয়েছিল রাজনৈতিক প্রয়োজনে। এই ফিলিস্তিনে আবারও বাইবেলকে আমাদের পবিত্র গ্রন্থকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হলো। ফিলিস্তিনে আমরা যে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ, তা 'সাম্রাজ্যবাদ' রচিত। ধর্মতত্ত্বের আড়ালে শ্রেষ্ঠত্ববাদ, আধিপত্যবাদ, নিজেদের অধিকতর প্রিয় এই ধারণা পোষণ করা এবং যা কিছু করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে এই সাম্রাজ্যবাদ। আর নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে 'মিশন', ইভানজেলিজম, ঐশী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন, মুক্তি ও স্বাধীনতার বিকাশ এসব গালভরা বুলি ব্যবহার করে।

এই যুদ্ধ নিশ্চিত করেছে, পৃথিবীতে সবাই সমান নয়। হয়তো এ আমাদের চামড়ার রঙের দোষ। হয়তো আমরা রাজনৈতিক হিসাবনিকাশের খেলায় বিরোধী পক্ষ। এমনকি যিশুর সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনও আমাদের সুরক্ষা দিতে পারেনি। তারা বলে থাকে, হামাসের একজন 'সন্ত্রাসী'কে খুঁজে পেতে ১০০ ফিলিস্তিনিকে হত্যা করা অন্যায় নয়। তাহলে তাই হোক। আমরা তাদের চোখে মানুষ নই। অথচ ঈশ্বরের চোখে কেউ কি বলতে পারে আমরা সমান নই? পশ্চিমা বিশ্বের শঠতা ও বর্ণবৈষম্য প্রকাশ্য এবং ভয়ংকর। তারা ফিলিস্তিনি শব্দটিকেই সন্দেহের সঙ্গে নেয়। অন্যদিকে অপতথ্য ছড়ানোর হাজারো উদাহরণ থাকার পরও অপর পক্ষটির সব বয়ান তাদের কাছে সন্দেহাতীত। আমি আমাদের ইউরোপীয় বন্ধুদের বলছি। আমি কখনো আপনাদের কাছ থেকে মানবাধিকার বা আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে কোনো বক্তৃতা আর শুনতে চাই না। আমরা শ্বেতাঙ্গ নই। তাই আপনাদের নিজস্ব যুক্তিতেই আমাদের জন্য এসব আইনকানুন প্রযোজ্য নয়। এই যুদ্ধে পশ্চিমা বিশ্বের অনেক খ্রিষ্টান ধর্মের ব্যাখ্যা নিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। আমাদের বলা হলো, এটা 'আত্মরক্ষা'(এবং আমি জানতে চাই কেমন করে?)।

সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় ওরা ঔপনিবেশিক শক্তিকে ভুক্তভোগী বলে প্রচার করে, আর যারা ঔপনিবেশিকতার শিকার, তাদের বলে আগ্রাসী। আমরা কি ভুলে গেছি যে এই রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে গাজাবাসীর শহর ও গ্রামের ধ্বংসাবশেষের ওপর? দুষ্কর্মে চার্চের যুক্ততা আমাদের ক্ষুব্ধ করে। পরিষ্কার করে বলিনীরবতা, যুদ্ধবিরতি ও দখলদারির অবসানের ডাক না দিয়ে শান্তির কথা বলা, কাজের বদলে সমানুভূতির ফাঁপা আওয়াজ তোলা এই সবই দুষ্কর্মে সহযোগিতার নামান্তর। তাই এই হলো আমার বার্তা ঃগাজা এই মুহূর্তে এই বিশ্বের নৈতিক দিকনির্দেশনার কেন্দ্রভূমি। ৭ অক্টোবরের আগেও গাজা নরকই ছিল। যা ঘটছে তাতে যদি আপনি ভয়ার্ত না হন, আপনি যদি ভেতর থেকে কেঁপে না ওঠেন, তাহলে বুঝতে হবে আপনার মানবিকতা সংকটে। যদি এই গণহত্যা, গণহত্যার পক্ষে বাইবেলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করায় আমরা যদি ক্ষুব্ধ না হই, তাহলে ধরে নিতে হবে আমাদের বিশ্বাসে খামতি আছে। আমরা গসপেলের বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে আপস করছি। আপনি যদি গণহত্যা বলতে ব্যর্থ হন, তাহলে এর দায় আপনার। এই পাপকে, এই নিবিড় অন্ধকারকে আপনি স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করছেন।

কেউ কেউ এমনকি যুদ্ধ বিরতির কথাও বলছেন না।

ফিলিস্তিনি হত্যার রক্তের দাগ পশ্চিমাদের হাতেও সমানভাবে লেগে আছে

আমি আপনার জন্য দুঃখ বোধ করছি। তীব্র এই ক্ষতির পরও আমরা আবার পুনরুত্থিত হয়ে উঠব। আমরা ধ্বংস থেকে উত্থিত হব, ফিলিস্তিনি হিসেবে আমরা বরাবর যা করেছি, তাই করব। আমরা আবার জেগে উঠব, উঠে দাঁড়াব।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জমির দালালের বিরুদ্ধে ফের সরব হয়ে এক্ষেত্রে বিজেপি নেতা জড়িত থাকলে রেহাই পেয়ে যাবে নাকি প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কোনো খারাপ কাজে সাংবাদিক জড়িত থাকলে প্রতিজন সাংবাদিক এর জন্য দায়ী নন

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ জমির দালালের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে ফের ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন জমির দালালির সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যক্তিকে রেহাই দেওয়া হবে না। বিজেপি কিংবা কংগ্রেস যেকোনো দলের সঙ্গে জড়িত থাকলেও সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিজেপির সদস্য বলে জমির দালালি সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ছাড় পেয়ে যাবে সেটা হতে পারে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেকে খারাপ কাজ করেন। তাবলে প্রতিদিন সাংবাদিক এর জন্য দায়ী নন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত জমির দালালির ক্ষেত্রে মধু ডেকা নামের একজন বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এমনকি পুলিশ এই বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর খবর পেয়ে বর্তমান পলাতক হয়ে রয়েছেন মধু ডেকা। সোমবার মহানগরের মালিগাঁও আদাবাড়ি স্থিত অটল অমৃত উদ্যানে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিকদের কাছে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সাংবাদিকরা জমির দালালের বিরুদ্ধে সরকারের অভিযান সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় বিজেপি নেতা মধু ডেকার নাম উত্থাপন করেন। এরপরেই এক্ষেত্রে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন তিনি।

ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন তাকে প্রশ্ন করার সময় মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেন না সাংবাদিকরা। একজন মুখ্যমন্ত্রীকে জমির দালালি সঙ্গে জড়িত মধু ডেকার ক্ষেত্রেও প্রশ্নের জবাব দিতে হবে নাকি। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাকে রাহুল গান্ধীর কথা জিজ্ঞেস করা যায় তবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গের বিষয়ে নয়। একইভাবে জর্জ বুশের কথা জিজ্ঞেস করা যায়, মনিপুরের, মেঘালয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করা যায়, গ্রামের সমস্যা এবং উন্নয়ন পরিকাঠামো সংক্রান্তেও কিংবা শিক্ষা ক্ষেত্রের বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু তাই বলে মাটির দালালি সঙ্গে জড়িত মধু ডেকার বিষয়ে কেন প্রশ্ন করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন জমির দালাল বিজেপির ও হতে পারে কংগ্রেসের হতে পারে। তবে বিজেপির নেতা বলে তার অপরাধ মাফ হয়ে যাবে না বলে

স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন মাটির দালালির সঙ্গে জড়িত প্রতিদিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সাংবাদিকরা বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত হয়ে যান। তাবলে তিনি কোনদিনও সাংবাদিকদের উল্টো প্রশ্ন করেননি। এমনকি এপিএসসি কেলেঙ্কারিতেও জড়িত থাকার বিষয়ে সাংবাদিকের নাম বেরিয়েছে। কিন্তু সেটা হলেও মাইক উল্টো করে কোনদিনও তিনি সাংবাদিকদের পাল্টা প্রশ্ন করেছেন কি যে এক্ষেত্রে সাংবাদিক জড়িত রয়েছেন। সেটা কোনদিনও হয়নি। কারণ একজন সাংবাদিক অপকর্মের জড়িত থাকলো এর জন্য প্রতি জন সাংবাদিক দায়ী নন। তাছাড়া গুয়াহাটি মহানগরে দালালের কবলে পড়া বহু ব্যক্তি নিজের জমি ফিরিয়ে পেয়েছেন। ইতিমধ্যে বহু দালাল জমি ছেড়ে পালিয়ে গেছে। তাছাড়া কারণ কারো যদি নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকে তাহলে সেটা মহানগরের পুলিশ কমিশনারকে জানালেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

মহানগরের অটল অমৃত উদ্যানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিমূর্তি স্থাপন করে আগামী বছর একই দিনে উন্মোচন করা হবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সেবা এবং সুশাসন দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সরাসরি দিল্লি উড়ে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার পালন করা সেবা এবং সুশাসন দিবস উপলক্ষে গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁও আদাবাড়ির অমৃত উদ্যানে এক অনুষ্ঠানে আযোজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন অমৃত উদ্যানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর এক বিশাল প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে। আগামী বছর একই দিনে এই প্রতিমূর্তি উন্মোচন করার প্রচেষ্টা করা হবে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাছাড়া অত্যন্ত প্রযোজনীয় কাজে দিল্লি উড়ে যাওয়ার জন্য অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই সেখান থেকে সরাসরি বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন তিনি।

সেবা এবং সুশাসন দিবস উপলক্ষে সোমবার মহানগরের মালিগাঁও আদাবাড়ি আযোজিত অনুষ্ঠানে নিজের বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯ তম জন্মদিন উপলক্ষে তার স্মরণে মহানগরের অটল অমৃত উদ্যানে এক প্রতিমূর্তি স্থাপন করা হবে। এদিন থেকেই এই প্রতিমূর্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এই প্রতিমূর্তির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন তিনি।এমনকি আগামী বছর এই দিনটিতেই এই প্রতিমূর্তির শুভ উদ্বোধন করার প্রচেষ্টা করা হবে। ২০২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর মহানগরে এই অটল অমৃত উদ্যান স্থাপন করা হয়েছিল। তাছাড়া এদিন ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর মধ্যপ্রদেশের জন্ম হয়েছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবন পরিক্রমা তথা জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অসমের ক্ষেত্রে বহু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছিল বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী সর্বপ্রথম উত্তরপূর্বের জন্য পৃথক ডোনার মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া কেন্দ্রিয় বাজেটে উত্তরপূর্বের জন্য দশ শতাংশ সংরক্ষণ ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি। একইভাবে রাজ্যের বগীবিল সেতু নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সারা ভারত জুড়ে ইস্ট ওয়েস্ট করিডোর কিংবা জাতীয় সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রযোজনীয় সর্ব শিক্ষা মিশন ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী শুরু করেছিলেন বলে জানান তিনি। উত্তরপূর্বের উন্নয়নের জন্য প্রাক্তন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ী বহু অবদান রেখে গেছেন বলে উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

লোকসানের অজুহাতে বিদ্যুৎ মাসুল বৃদ্ধির তৎপরতা এপিডিসিএল এর ঃ প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাজ্যবাসীর জন্য এক চিন্তার খবর। নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ মাসের বৃদ্ধি করার প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার মধ্যেই এবার লোকসানের অজুহাতে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করতে চাইছে এপিডিসিএল। এমনকি এক্ষেত্রে ব্যাপক তৎপর হয়ে ওঠে এপিডিসিএল প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গেছে। নিয়মিত অন্তরালে রাজ্যে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির এই পরিস্থিতিতে পৃথকভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ফলে নাজেহাল হয়ে পড়েছেন সাধারণ জনতা। তবে এক্ষেত্রে হেলদোল নেই এপিডিসিএল এর। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে লোকসানের অজুহাতে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি করতে চাইছে এপিডিসিএল। মূলত লোকসানের নাম করে তিন মাসের জন্য এই বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এপিডিসিএল প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানা গেছে।এপিডিসিএল অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আযোগের কাছে প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দাখিল করেছে। হলে এবার অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আযোগ যদি এপিডিসিএল এর এই প্রস্তাব মেনে নেয় তাহলে পরবর্তীকালে রাজ্যবাসীকে অতিরিক্ত ভাবে প্রতি ইউনিট বাবদ ১.২৯ টাকা করে বিদ্যুৎ মাশুল দিতে হবে। বিদ্যুতের প্রতি ইউনিট মূল্য বৃদ্ধি সংক্রান্ত এপিডিসিএল এর এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলে স্বাভাবিকভাবে সাধারণ নাগরিক এর ভুক্তভোগী হবেন। এর ফলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠন বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা জানিয়েছে। এমনকি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের নেতারা মহানগর আযোজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে এপিডিসিএল এর প্রস্তাবিত বিদ্যুৎ মূল্য বৃদ্ধির বিরোধিতা জানিয়েছেন। এমনকি সমাজের সচেতন মহল এর প্রতিবাদে ইতিমধ্যে তৎপর হয়ে উঠেছে।

টুকরো খবর

দুইদিনে পাঁচজন যুবক পুলিশের এনকাউন্টারের শিকার হওয়ার পর রাজ্য জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্য, পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করলে সেটার বিচার হবে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

বিরোধীপক্ষের তীব্র প্রতিক্রিয়া, অসম পুলিশকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়েছে আলফা

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ আলফার লিংকম্যান হওয়ার সন্দেহে একাধিক যুবকের উপরে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে অসম পুলিশ। এমনকি রাজ্যজুড়ে দুইদিনে পুলিশের এনকাউন্টারের ফলে পাঁচজন যুবক আহত হয়েছেন। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজ্য যুগে তীব্র প্রতীকের সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি রাজ্যের বিরোধী পক্ষ পুলিশের এই এনকাউন্টার প্রক্রিয়ার প্রতিবাদ জানিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন এনকাউন্টার সম্পর্কে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করলে সেটার বিচার হবে। তবে বিভিন্ন দল সংগঠনের পাশাপাশি এবার এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে আলফা। অসম পুলিশকে শেষবারের মতো সতর্ক করে দিয়েছে এই নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন। প্রসঙ্গত দীর্ঘদিন ধরে অসম পুলিশের ডিজিপি জিপি সিংহ এবং আলফার সেনাধ্যক্ষ পরেশ বড়ুয়ার বিবৃত যুদ্ধ অব্যাহত রয়েছে। বিবৃতির মাধ্যমে একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছেন। এরই পরিনীতি হিসাবে রাজ্যজুড়ে আলফার লিংকমেনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে পুলিশের অভিযান। গত দুই দিনে আলফা লিংকমেন সন্দেহে পাঁচটি এনকাউন্টার করেছে অসম পুলিশ। মূলত পুলিশের অভিযানের ফলে উজান অসমের তিনসুকিয়া জেলায় তিনজন, শিবসাগরে একজন এবং বাইহাটাতে একজন মোট পাঁচজন যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সদিয়ায় পুলিশের গুলিতে আঘাত পেয়েছেন বিশ্বনাথ বরগোহাই। তাছাড়া সদিয়ায় মনোজ বরগোহাই, দিপজ্যোতি নেওগ পুলিশের গুলিতে জখম হয়েছেন। শিবসাগরের গেলেকিতে পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন পল্লবজ্যোতি গগৈ। বাইহাটায় পুলিশের গুলিতে প্রাঞ্জল দাস আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন। ফলে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবে রাজ্য জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। অবশেষে এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সোমবার মহানগরের মালিগাঁও আদাবাড়ি স্থিত অটল অমৃত উদ্যানে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন আলফা সন্দেহে পুলিশের এনকাউন্টার সংক্রান্ত বিষয়ে পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করলে সেটার বিচার হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রী এক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য তুলে ধরলেও পুলিশের এনকাউন্টারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন অসম পুলিশের বহু আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। তবে এর মধ্যে কাবাডি খেলাটি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। যাতে কেউ পালিয়ে যেতে চাইলেও পুলিশ তাদেরকে ধরতে পারে।ডিজিপি জিপি সিংহ রাজ্যে আসার পরে যে কোনো আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণ করার স্বার্থে গুলি করা প্রবণতা বেড়ে গেছে। গত দুই দিনে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। উজান অসমের পর কামরূপ জেলার বাইহাটায় এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে মোট পাঁচজন যুবক আহত হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন তিনি। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন এই পাঁচজন যুবকের পায়ে গুলি করা হয়েছে। তারা পালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করার পর এভাবে গুলি করা হয়েছে বলে অসম পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যাতে তাদের পুনরায় পুলিশের হেফাজতে আনা সম্ভব হয়। এটা এক ধরনের হত্যা করার প্রয়াসও হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। বিরোধী দলপতি বলেন অথবা এটা হতে পারে যে মুখ্যমন্ত্রী ২০২১ সালে জুন মাসে পায়ে গুলি করার যে নির্দেশ পুলিশকে দিয়েছিলেন সেটাই হয়তো ডিজিপি জিপি সিংহের নেতৃত্বে অসম পুলিশ পালন করে আসছে। তবে এই বিষয়টির সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত নন বলে জানিয়ে দিয়েছেন দেবব্রত শইকীয়া। তিনি বলেন এটা এক ধরনের আইন বিরোধী বিষয়। অসম পুলিশের এনকাউন্টার সম্পর্কে ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা অব্যাহত রয়েছে। এই বিষয়টি অসম বিধানসভায় উত্থাপন করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলপতি। তিনি জানান তিনসুকিয়ায় পুলিশের এনকাউন্টারে আহত এক যুবক অস্থায়ীভাবে সরকারি বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সরকার এক লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়ার পরেও তাদের চাকরি নিয়মিত হয়নি। এরফলে সেই যুবক আলফাতে চলে যাবেন বলে কাউকে বলেছিলেন। সেই যুবক আদৌ আলফাতে যোগদান করেছেন কিনা সেটা অজানা। কিন্তু সেই সন্দেহে এই যুবককে বুঝিয়ে মূল স্রোতে ফিরিয়ে না এনে এভাবে এনকাউন্টার করা কতটা সমীচীন সেটাও চিন্তা করার প্রযোজনীয়তা রয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা এদিন মহানগরে এক সাংবাদিক বৈঠক আযোজন করে বলেন এভাবে দুই দিনে পাঁচ জন যুবককে এনকাউন্টার করার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই ধরনের ঘটনা আগের গুপ্তহত্যার বিভীষিকার কথা মনে করিয়ে দেয়। ফলে আলফা সন্দেহে নিরীহ যুবককে পুলিশের গুলি করা বিষয়টি অতি শীঘ্র বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপের দাবি উত্থাপন করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি রিপুণ বরা। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ এবং অখিল গগৈ নেতৃত্বাধীন রাইজর দল একইভাবে এনকাউঃটারের নামে পাঁচজন নিরীহ যুবককে গুলি করার বিষয়টির সমালোচনা করেছে। শীতল মস্তিস্কে এই যুবকদের এভাবে গুলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে ছাত্র সংগঠন এবং রাইজর দল। অবশেষে স্বয়ং নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আলফা এই সমগ্র বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে প্রচার মাধ্যমে বিবৃতি প্রেরণ করেছে। আলফার অভিযোগ অনুসারে ভুয়া সংঘর্ষের মাধ্যমে পুলিশ গুলি করা নিরীহ যুবকদের সঙ্গে এই সংগঠনটির কোন ধরনের সম্পর্ক নেই। এক্ষেত্রে এক বিবৃতির মাধ্যমে অসম পুলিশ গুলিবিদ্ধ করা ভুক্তভোগীদের ক্যামেরার সামনে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু অসম পুলিশ এই ধরনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় তারা বর্তমান থলগিরি বিরোধী হয়ে পড়ে এই ধরনের কর্মকান্ড কে ভুয়া সংঘর্ষের রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফলে অসম পুলিশে কর্মরত প্রতিজন অফিসার কিংবা কর্মীদের পরিবারের প্রতি আলফার থেকে শেষ আহ্বান জানানো হচ্ছে। পুলিশের পরিবারের সদস্যরা যেন নিজেদের সন্তান ভাতৃ স্বামীকে এই ধরনের থলগিরি বিরোধী কার্যকলাপ থেকে তাদের বুঝিয়ে দূরে সরিয়ে রাখেন। কারণ একটি জাতির মুক্তির স্বার্থের তুলনায় কোন ব্যক্তির চাকরি কখনো উর্ধ্বে হতে পারে না। অন্যের দিকে পুলিশের এই জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আলফা কে যদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় তাহলে নিরীহ পুলিশ অফিসার কিংবা কর্মী মৃত্যুমুখে পড়বেন। ফলে সেই পরিস্থিতিতে আলফাকে যেতে বাধ্য না করানোই ভালো। এটা আলফাও চায় না সেই পর্যায়ে যেতে। তাছাড়া আলফা এই পদক্ষেপ নিলে পরিবারের সদস্যরা উল্টো সংগঠনটির বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠবেন। তবে কিছু সংখ্যক অসম পুলিশের অফিসার এবং কর্মীর কুকর্মের জন্য সম্পূর্ণ পুলিশ প্রশাসন বিভাগটি কলঙ্কিত হওয়াটি আলফা চাইছে না। হলেই পরিস্থিতিতে পুলিশের এই ধরনের বর্বরতার বিরুদ্ধে সচেতন সমাজ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে ক্ষমতার বলে বলবান হওয়া এদের মাথার উপরে উঠে নাচতে আলফার বেশি সময় লাগবে না বলে সংগঠনটি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে।

শেন ওয়ার্নের পুরোনো গুদাম থেকে যা খুঁজে পেলেন তাঁর ছেলে

মেলবোর্ন ঃ সর্বকালের সেরা লিগ স্পিনার শেন ওয়ার্নের এই তকমা নিয়ে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রয়াত অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তির ক্রিকেটের পর গলফ নিয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ছিল, এটাও অনেকের জানা। সুযোগ পেলেই তিনি গলফ কোর্সে ছুটে যেতেন। যুক্তরাষ্ট্রের অগাস্টায় মাস্টার্স টুর্নামেন্টে অংশও নিয়েছিলেন। ২০০৭ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দেওয়ার পর গলফের পেছনে আরও বেশি সময় ব্যয় করেছেন ওয়ার্ন। বিশ্বের নানা প্রান্ত চষে বেড়িয়ে সংগ্রহ করেছেন গলফের অনেক স্মারক ও সরঞ্জাম। সেগুলো নিজের সংগ্রহশালায় যত্ন করে রেখেও দিয়েছেন। সম্প্রতি সেখান থেকেই কয়েক শ গলফ ড্রাইভার্স, পুটার্স ও ব্যাগ খুঁজে পেয়েছেন শেন ওয়ার্নের ছেলে জ্যাকসন ওয়ার্ন। আজ অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম চ্যানেল ৭কে বিষয়টি জানিয়েছেন জ্যাকসন। গত বছরের ৪ মার্চ থাইল্যান্ডের কোহ সামুই দ্বীপে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান ওয়ার্ন। বাবার মতো পরিণতি যাতে না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে তাঁর তিন সন্তান সামার, জ্যাকসন ও ব্রুক হৃদ্‌রোগ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসচেতনতা বাড়াতে সম্প্রতি শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসি (এসডব্লুএল) নামের একটি ফাউন্ডেশন গঠন করেছেন। আজ ওয়ার্নের ঘরের মাঠ মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজি) অস্ট্রেলিয়া-পাকিস্তানের বক্সিং ডে টেস্ট শুরু হয়েছে। টেস্ট ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারিকে (৭০৮ উইকেট) স্মরণ করতে এমসিজিতে বিনা মূল্যে দর্শকদের হৃৎপিণ্ড, হৃৎস্পন্দন, রক্তচাপ, ডায়াবেটিস পরীক্ষা করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্টেডিয়ামের ২৩টি জায়গায় স্থাপন করা হেলথ স্টেশনে মাত্র চার মিনিটেই এসব পরীক্ষা করতে পেরেছেন দর্শকেরা। এ ছাড়া ওয়ার্নের ৩৫০ নম্বর সাদা ফ্লপি হ্যাটের সঙ্গে মিল রেখে স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ৫০ মিনিটে দর্শকেরা তাঁদের পরিহিত ক্যাপ মাথা থেকে খুলে ওপরে তুলে ধরে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। শেন ওয়ার্ন লিগ্যাসি ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি উদ্বোধন করতে গিয়ে বাবার ক্রীড়াপ্রেম নিয়ে নতুন তথ্য দিয়েছেন তাঁর ছেলে জ্যাকসন। জানিয়েছেন, সম্প্রতি তিনি ও তাঁর দুই বোন সামার ওয়ার্ন ও ব্রুক ওয়ার্ন বাবার পুরোনো গুদাম ঘরে গিয়ে গলফের বিশাল সংগ্রহ আবিষ্কার করেন, 'আমরা তাঁর গুদামঘরে ঢুকেছিলাম। ঘরটা অসংখ্য জিনিসে ভরা। ঘরে ঢুকে আমরা আশ্চর্য হয়েছি। শুধু সংগ্রহের পর সংগ্রহ করে গেছেন। সেখানে সম্ভবত ৩০০ ড্রাইভার্স, ৪০০ পুটার্স ও অন্তত ৫ কোটি গলফ ব্যাগ আছে। আমি মজা করছি না। তাঁর সংগ্রহের প্রাচুর্য দেখলে সে রকমই মনে হবে।' অস্ট্রেলিয়ার ওয়ানডে দলে ২৩ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন ওয়ার্ন। সে কারণেই এমসিজির ২৩টি জায়গায় হেলথ স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জ্যাকসন, 'আমরা ঠিক ২৩টি স্বাস্থ্য পরীক্ষার যন্ত্র স্থাপন করেছি। কেউ যদি খেলা দেখার জন্য টিকিট না-ও পেয়ে থাকেন, তাঁদের জন্যও স্টেডিয়ামের বাইরে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার মানে, আপনি যদি বাসায় বসে টিভিতে খেলা দেখে থাকেন, তাঁরাও এসে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারবেন।'

হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করানোর ব্যাপারে মানুষের মনে যে ভুল ধারণা জন্মেছে, সেটাও ভেঙে দিতে চান জ্যাকসন, 'বহু মানুষ মনে করে থাকেন, হৃৎপিণ্ড পরীক্ষার সময় কাপড় খুলতে হয় কিংবা রক্ত দিতে হয়। আসলে এসবের দরকার পড়ে না। চার মিনিটেরও কম সময়ে পরীক্ষা করানো যায়। আপনি শুধু হ্যান্ডেল বারগুলো আঁকড়ে ধরুন এবং স্লিভটি পরে নিয়ে বাহু ভাঁজ করে সংকোচন করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখতে পারবেন আপনার জীবনধারায় কী পরিবর্তন আনতে হবে অথবা কী যোগ করতে হবে।' সন্তানদের জনসেবামূলক কাজগুলো ওয়ার্ন ওপার থেকে দেখে খুশি হয়েছেন বলে মনে করেন জ্যাকসন, 'সবাই জানে, বাবা এ ধরনের কাজ কতটা ভালোবাসতেন। এমসিজির সবচেয়ে বড় স্ট্যান্ডটা তাঁর নামে নামকরণ করা হয়েছে, যেটা দক্ষিণ গোলার্ধেরও সবচেয়ে বড়। আমার মনে হয়, তিনি এসব দেখে হাসছেন।'

২০২৪ সালে যেসব ট্রফি জিততে পারেন মেসি

প্যারিস ঃ বিশ্বকাপ জয়ের সুখস্মৃতি নিয়ে ২০২৩ সাল শুরু করেছিলেন লিওনেল মেসি। এ বছরও একাধিক ট্রফির পাশে লেখা হয়েছে মেসির নাম। পিএসজির হয়ে দুটি এবং নতুন মৌসুমে ইন্টার মায়ামিতে গিয়ে জিতেছেন একটি শিরোপা। ক্লাবের হয়ে তিনটি শিরোপা জিতলেও জাতীয় দলের হয়ে এ বছর কোনো ট্রফি জেতার সুযোগ ছিল না মেসির।

এ বছর আর্জেন্টিনার কোনো আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট না থাকার কারণেই মূলত জাতীয় দলের জার্সিতে ট্রফিহীন থাকতে হয়েছে মেসিকে। ২০২৪ সালে অবশ্য মেসির সামনে ক্লাবের পাশাপাশি জাতীয় দলের হয়েও ট্রফি জেতার দারুণ সুযোগ আছে। জাতীয় দলের হয়ে দুটি এবং ক্লাবের হয়ে মেসি জিততে পারেন ছয়টি ট্রফি। এই আট ট্রফির মধ্যে আছে কোপা আমেরিকা ও কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতার সুযোগও।

২০২৪ সালে আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের সামনে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ আছে। এই বছর প্রীতি ম্যাচ ও ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচের পাশাপাশি কোপা আমেরিকার মতো বড় প্রতিযোগিতায় খেলতে নামবেন মেসিরা। পাশাপাশি মেসির সামনে সুযোগ আছে আরেকটি অলিম্পিক সোনা জেতারও। কোপা আমেরিকার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে মাঠে নামবে তারা। ২০ জুন শুরু হওয়া টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ১৪ জুলাই। সাম্প্রতিক ছন্দ বিবেচনায় এই টুর্নামেন্টে ফেবারিট হিসেবেই মাঠে নামবে মেসির আর্জেন্টিনা। গ্রুপ পর্বে বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের প্রতিপক্ষ পেরু আর চিলির সঙ্গে মেসিরা পাবেন কনক্যাকাফ অঞ্চলের কানাডা বা ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোকে। প্লে-অফে মুখোমুখি হয়ে এ দুই দলের যেকোনো একটি মূলপর্বের টিকিট পাবে।

কোপা আমেরিকা শেষ হওয়ার দুই সপ্তাহ পর শুরু হবে প্যারিস অলিম্পিক। এর আগে জানুয়ারির শেষ দিকে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব২৩ দল

প্রি অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেলবে। যদি তারা উত্তীর্ণ হতে পারে, তবে মূলপর্বে লড়াইয়ের সুযোগ পাবে। আর মূল লড়াইয়ে অনূর্ধ্ব২৩ দলের পাশাপাশি বেশি বয়সী তিনজন খেলোয়াড় খেলানোর সুযোগ আছে।

গুঞ্জন আছে আর্জেন্টিনা মূল লড়াইয়ে সুযোগ পেলে সেখানে খেলতে পারেন মেসিও। মেসির অলিম্পিকে খেলা নিয়ে অনূর্ধ্ব২৩ দলের কোচ হাভিয়ের মাচেরানো কয়েক দিন আগে বলেছিলেন, 'যদি সে খেলতে চায়, আমরা তাকে স্বাগত জানাব, তবে আমাদের আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। মেসি যেখানে যেভাবে জাতীয় দলে খেলতে চায়, তার জন্য দ্বার সব সময় খোলা।'

২০২৪ সালে মেসি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) পুরোটাই খেলার সুযোগ পাবেন। এ বছর মেসি এসেই বদলে দিয়েছেন দলকে। এর মধ্যে দলে যোগ দিয়েছেন লুইস সুয়ারেজও। নতুন মৌসুমে প্লে-অফে চোখ রেখেই মাঠে নামবে ইন্টার মায়ামি। এ বছর ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েই দলটিকে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম ট্রফি এনে দিয়েছেন মেসি।

তাঁর হাত ধরেই ইন্টার মায়ামি জিতেছে লিগস কাপের শিরোপা। এবার মেসির সামনে চ্যালেঞ্জ সেই শিরোপা ধরে রাখার। এরপর মেসি তৃতীয় যে শিরোপাটি মায়ামিকে জেতাতে পারেন, সেটি ইন্টার আমেরিকান কাপ। গত মৌসুমে লিগস কাপ জেতার কারণেই মূলত এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পেয়েছে ইন্টার মায়ামি।

মেসির সামনে এবার কনকাকাফ চ্যাম্পিয়স লিগ জেতারও দারুণ সুযোগ আছে। এই টুর্নামেন্টে সরাসরি শেষ ষোলোয় খেলবে মায়ামি। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ রাউন্ড ওয়ানে মুখোমুখি হতে যাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাশভিল ও ডমিনিক রিপাবলিকের দেপোর্তিভো মোকার মাঝে বিজয়ী দল।

এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলে ইন্টার মায়ামি বছরের শেষ দিকে গিয়ে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে খেলার সুযোগ পাবে। আর শেষ যে শিরোপাটি ইন্টার মায়ামি জিততে পারে, সেটি ইউএস ওপেন কাপ। শেষবার ফাইনালে হেরে রানার্সআপ হয়েছিলেন মেসিরা। এবার নিশ্চয়ই শিরোপা জিততে মুখিয়ে থাকবেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক।

উত্তরসূরির কথা নিজেই জানালেন ওয়ার্নার

পর্থ ঃ পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ শুরুর পর থেকেই কথাটা আলোচিত হচ্ছে। ডেভিড ওয়ার্নার টেস্ট ছাড়ার পর তাঁর জায়গাটা নেবেন কে? ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে সমর্থকদের মুখেও বেশ কিছু নাম উঠে এসেছে। ওয়ার্নার নিজে তাঁর জায়গায় কাকে উত্তরসূরি হিসেবে ভাবছেন? মেলবোর্নে (এমসিজি) সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে আজ প্রথম দিনের খেলা শেষে সংবাদকর্মীদের এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেনার। পার্থে প্রথম টেস্ট জিতে তিন ম্যাচের এই সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। আগামী ৩ জানুয়ারি সিডনিতে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ টেস্ট। এই ম্যাচ খেলেই অস্ট্রেলিয়া টেস্ট দলকে বিদায় বলবেন ওয়ার্নার। এমসিজিতে আজ প্রথম দিন শেষে ৭ উইকেটে ১৮৭ রান তোলা অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৩৮ রানে আউট হন পার্থে শতক পাওয়া ওয়ার্নার। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, 'কঠিন প্রশ্ন। এটা অবশ্যই নির্বাচকদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার। তবে আমার জায়গা থেকে যেটা বুঝি, এই মুহূর্তে যে নিজেকে প্রস্তুত রেখেছে এবং আলোচনায় আছে আমার মনে হয় হ্যারিসই সেই ব্যক্তি।' ওয়ার্নার মার্কাস হ্যারিসকে বুঝিয়েছেন। ২০১৮ সালে টেস্টে অভিষিক্ত এ ৩১ বছর বয়সী ওয়ার্নারের মতোই বাঁহাতি ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৪ টেস্ট খেললেও ২০১৯ অ্যাশেজের পর থেকে এ সংস্করণে মাত্র ৫ ম্যাচ খেলেন হ্যারিস। গত সপ্তাহে পাকিস্তানের বিপক্ষে দুই দিনের প্রস্তুতি ম্যাচে ১৩১ বলে ১২৬ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। তার আগে শেফিল্ড শিল্ডে শুরুতে বেশ কঠিন সময় কেটেছে হ্যারিসের। ২৮২ রান করেছিলেন ৯ ইনিংসে ৩১.৩৩ গড়ে। হ্যারিস ছাড়াও ওয়ার্নারের জায়গায় সম্ভাব্য বদলি হিসেবে আলোচনায় আছেন ক্যামেরন ব্যানক্রফট এবং ম্যাট রেনশ। গত মৌসুমে শেফিল্ড শিল্ডে ৯৪৫ রান করা ব্যানক্রফট এবারও মৌসুমের মাঝপথ পর্যন্ত রানে সবার ওপরে। কিন্তু ওয়ার্নার মনে করেন, ব্যানক্রফট এবং রেনশ নয়, হ্যারিস 'দলে জায়গা পেতে নিজেকে প্রস্তুত করেছে।'

ওয়ার্নার বলেছেন, 'সেই সুযোগটা পেতে যাচ্ছে। সেদিন (প্রস্তুতি ম্যাচ) শতক তুলে নিয়েছে। অন্য কিছু ম্যাচে সুযোগ নষ্ট করেছে। তবে পরবর্তীদের মধ্যে সুযোগ পাওয়ার তালিকায় সেই এগিয়ে। যদি নির্বাচকেরা তার ওপর আস্থা রাখেন, তাহলে আমি নিশ্চিত, সে নিজের খেলাটা খেলতে পারবে।'

টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানোর পর টপ অর্ডার থেকে কাউকে টেনে ওপেনিংয়ে শূন্যতা পূরণ কিংবা ক্যামেরন গ্রিনকে ওপেনার বানানো এসবের কোনো কিছু চান না ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ান তারকা হ্যারিসের পক্ষেই ব্যাট ধরলেন, 'আমার সঙ্গে হ্যারিসের খুব বেশি অমিল নেই। সে নিজের পছন্দের জায়গায় বল পেলে মারে এবং শট খেলে। আমার মনে হয় তাকেই (ওপেনিংয়ে) মানায়।'

‘খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার হবে?’

আন্দামান (ওয়েবডেস্ক)ঃ আন্দামান নিকোবরে দ্বীপপুঞ্জের কাছে ১৪৩ জন রোহিঙ্গা বোঝাই একটি নৌকা আটক করেছে পুলিশ ও উপকূলীয় নিরাপত্তা বাহিনী। কয়েক সপ্তাহ ধরে সাগরে ভাসছিল ওই নৌকাটি। শেষপর্যন্ত আন্দামান নিকোবর পুলিশ ২৪শে ডিসেম্বর তাদের উদ্ধার করে পোর্টব্লেয়ারের একটি আশ্রয় শিবিরে রেখেছে। দিল্লি থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শরণার্থীদের অস্থায়ী শিবিরেই রাখার কথা বলা হয়েছে।

নৌকার রোহিঙ্গারা বাংলাদেশের কক্সবাজার ক্যাম্প থেকে ইন্দোনেশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল বলে জানা যাচ্ছে। দক্ষিণ আন্দামানের পোথ্রাপুর ব্লকের বিজেপি প্রধান পিঙ্কি দাস ঘটনার সত্যতা করে বিবিসি বাংলাকে বলেন, ২৪শে ডিসেম্বর একটি নৌকায় সওয়ার হয়ে রোহিঙ্গাদের একটি দলকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ২৩শে ডিসেম্বর, ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনার ফর রিফিউজিস (ইউএনইচসিআর) ভারতসহ একাধিক দেশের কাছে রোহিঙ্গাদের উদ্ধারের অনুরোধ করেছিল যাঁরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় চেপে ইন্দোনেশিয়ার দিকে রওনা হয়েছে, তাদের উদ্ধারের বিষয়টিতে জোর দিতে।

পরে, শরণার্থী বোঝাই ওই নৌকা উদ্ধারের ঘটনায় ভারতের মানবিক অবস্থানের উল্লেখ করে ধ্যবাদ জানিয়েছে ইউএনইচসিআর।

শহীদ দ্বীপে এসে পৌঁছানো রোহিঙ্গাদের মধ্যে অনেক শিশুও রয়েছে।

শহীদ দ্বীপের (যা আগে নিল আইল্যান্ড নামে পরিচিত ছিল) স্থানীয় মানুষ প্রথমে ওই নৌকাকে দেখতে পান। ক্রমশ তীরের কাছাকাছি আসতে থাকলে চিন্তিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।

তারাই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। একই সঙ্গে উপকূলীয় নিরাপত্তা বাহিনীও লক্ষ্য রাখছিল বিষয়টিতে। উদ্ধারের কাজে সামিল ছিলেন এমন এক পুলিশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ইঞ্জিন বিকল হয়ে যাওয়ায় শহীদ দ্বীপের কাছে আটকে পড়েছিলেন নৌকায় সওয়ার মানুষেরা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই আধিকারিক বলেন, স্থানীয় মানুষের সাহায্যে ওই নৌকাটির কথা জানতে পারি। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ আমাদের একটি দল শহীদ দ্বীপের তীরে গিয়ে পৌঁছায়। সেখানে গিয়ে আমরা দেখি ১৪৩ জন রোহিঙ্গা ওই নৌকায় রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে নারী ও শিশুদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো ছিল।

স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলে নৌকায় সওয়ার মানুষেরা জানান, তারা ইন্দোনেশিয়া যেতে চান। পথে ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ার পর তাঁরা দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়েন।

রোহিঙ্গাদের ওই দলটি বাংলাদেশ থেকে দিন ১৪-১৫ আগে বেরিয়েছিল বলে জানিয়েছেন। নৌকায় বাংলাদেশের পতাকা লাগানো ছিল। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারি, ইন্দোনেশিয়া যেতে চাইছিলেন তারা, বলেছেন ওই আধিকারিক।

ওই আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, মাঝ সমুদ্রে বিপদের মুখে পড়া কয়েকজন রোহিঙ্গাকেও (যাঁরা অন্য নৌকোয় ছিলেন) ঠাঁই দিয়েছিল, এই নৌকাটিতে সওয়ার মানুষেরা।

আপাতত, তাদের সবাইকে পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে একটি অস্থায়ী ক্যাম্পে রাখা হয়েছে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে আন্দামানে এসে পড়া রোহিঙ্গাদের সাস্থ্য এবং সুরক্ষার ব্যাপারে কড়া নজর রাখা হয়েছে।

‘খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার হবে?

সীতাপুর গ্রামের বাসিন্দা কাজল দাস এই পুরো ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

তিনি বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, ২৪শে ডিসেম্বর সকালে আমি দোকানে ছিলাম। হঠাৎ আমার এক পরিচিত সেদিন ফোন করে বলেন, লোক বোঝাই নৌকাকে তীরের কাছে আসতে দেখা যাচ্ছে। আমি প্রথমে পুলিশকে ফোন করার চেষ্টা করি কিন্তু লাইন না পাওয়ায় স্থানীয় থানায় দৌড়ে যাই। সেখানে কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিককে পুরো বিষয়টি জানাই।

‘‘ততক্ষণে শহীদ দ্বীপে আমার যে পরিচিত থাকেন, তিনি ঘনঘন ফোন করে চলেছেন। আমি কোনও মতে সেখানে পৌঁছে দেখি নৌকা থেকে লোক নামা শুরু করে দিয়েছে। আমরা প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম নৌকা করে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হানা দিল কি না। পরে জানতে পারি নৌকায় রয়েছে শরণার্থী।

তাঁদের মধ্যে একাধিক শিশু ছিল।

ওই নৌকায় কয়েকমাস থেকে ১০ বছরের মধ্যে ২০-২১টি শিশু ছিল। নৌকায় সওয়ার যাত্রীরা কেউই প্রায় ৬-৭ দিন ধরে কিছু খাননি। আমাদের দেখে কেউ কেউ বললেন খিদে পেয়েছে, কিছু খাবার হবে? সে দৃশ্য দেখলে চোখে জল আসে।’’

‘‘গ্রামের লোকেরা নারী ও শিশুদের জন্য তড়িঘড়ি খাবার নিয়ে আসে। দুপুরে আমরা তাদের জন্য খিচুড়িও রান্না করি। পরে তাঁদের পুলিশ ও উপকূলের নিরাপত্তা বাহিনী পোর্ট ব্লেয়ার নিয়ে যায়, কাজল বলেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপকুলীয় নিরাপত্তা বাহিনীর এক আধিকারিক বিবিসি বাংলাকে বলেন, সম্প্রতি আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে একাধিকবার রোহিঙ্গা বোঝাই নৌকা এসে পড়ায়, উপকূলের দিকে কড়া নজর রেখেছে উপকূলীয় নিরাপত্তা বাহিনী। আপাতত কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা হয়েছে তাঁদের। কেন্দ্র থেকে কোনও নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন তাঁরা।

তবে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে এই ঘটনা নতুন নয়। একাধিকবার রোহিঙ্গা শরণার্থী বোঝাই নৌকা এসে পৌঁছেছে আন্দামানে।

ওই আধিকারিকের কথায়, বাংলাদেশ থেকে এর আগেও রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ আন্দামানের কয়েকটি দ্বীপে এসে পৌঁছেছিলেন। শরণার্থী শিবিরে হিংসাত্মক ঘটনার জেরেই এরা পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। এদের বেশিরভাগই মাঝ সমুদ্রে আবহাওয়া বা নৌকার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিপদে পড়েন। তবে সবাই যে ভাগ্যক্রমে তীরে এসে পৌঁছান বা তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হয় এমনটা নয়।

আন্দামানে এসে পৌঁছানো নৌকায় সওয়ার এক যাত্রীর আত্মীয়রা তার সঙ্গে যোগাযোগ না করতে পেরে দ্বারস্থ হয়েছিলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘রোহিঙ্গা হিউম্যান রাইটস ইনিসিয়েটিভ’ এর যুগ্ম প্রধান আলি জোহারের। মি জোহার বলেন, এই নৌকা সম্পর্কে আমরা প্রথম জানতে পারি যখন তাতে সওয়ার এক ব্যক্তির আত্মীয় মালয়েশিয়া থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি, ঝড়ের কারণে মাঝ সমুদ্রে দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়ে নৌকাটি।’’

‘‘তারপর থেকেই আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করছিলাম, কোনও ভাবে যদি যোগাযোগ করা যায় তাদের সঙ্গে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। আন্দামানের শহীদ দ্বীপে তাঁদের উদ্ধার করা গিয়েছে এই খবরটি সবে জানতে পারলাম। নিশ্চিত লাগছে।

প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগেই, ইউএনএইচসিআর জানিয়েছিল, ভারতসহ একাধিক দেশকে অনুরোধ করেছিল তাদের উপকূলবর্তী রাজ্যগুলির উপর নজর রাখতে। জাতিসংঘের ওই সংস্থা জানিয়েছিল, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় সওয়ার রোহিঙ্গাদের একাধিক নৌকো মাঝ সমুদ্রে বিপদে পড়েছে। সময় মত উদ্ধার না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।

প্রসঙ্গত, মিয়ানমারে নির্যাতিত হাজার হাজার মুসলিম রোহিঙ্গা প্রতি বছর তাদের দেশ ও বাংলাদেশের শরণার্থী শিবির থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সমুদ্রপথ পাড়ি দিয়ে মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় প্রবেশের চেষ্টা করে।

ইউএনএইচসিআর এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে কয়েক হাজার রোহিঙ্গা ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

অধ্যাপক ইউনূসের বিরুদ্ধে মামলাটি ঘিরে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে

ঢাকা ঃ বাংলাদেশে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে করা একটি মামলায় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ চারজনের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ আনা হয়েছে। ইতোমধ্যেই তার শুনানি শেষ হয়েছে, এখন আগামী সপ্তাহে সেই মামলায় রায় ঘোষণা হওয়ার কথা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশিদ আলম খানের দাবি, দালিলিক ও সাক্ষ্যপ্রমাণে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ প্রমাণ করতে পেরেছি। ফলে সর্বোচ্চ শাস্তি হবে বলে আশা করছি।

এ ধরণের মামলার শুনানি তিন-চার মাসের মধ্যে সাধারণত শেষ হয়। কিন্তু আসামিপক্ষ মামলা প্রলম্বিত করার জন্য বার বার বিভিন্ন আবেদন নিয়ে উচ্চ আদালতে যায়। যার সবই খারিজ হয়ে যায়, জানাচ্ছেন তিনি।

ড. ইউনূসের আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন অবশ্য বলছেন, এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে শ্রম আইনের মামলা করতে হয় তার কোনও প্রক্রিয়াই এখানে অনুসরণ করা হয় নি। তিনি দাবি করছেন, কলকারখানা অধিদপ্তর যে মামলা করেছে এটি কোনও ফৌজদারি মামলা হতে পারে না।

তিনি আরও বলেন, এখন যদি পরিবেশ উল্টে যায়, তাহলে রায়ের বিষয়টি আলাদা ব্যাপার হবে।

এ মামলায় আগামী ১লা জানুয়ারি রায়ের দিন ঠিক করেছে ঢাকার শ্রম আদালত।

আন্তর্জাতিক মহলের চাপ

সেনাবাহিনীর সমর্থনে ২০০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হওয়ার পর অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের রাজনৈতিক দল গঠনের গুঞ্জন শুরু হয়।

নোবেল পুরস্কার লাভ করার পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠনের কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন ড. ইউনূস।

সে সময় দেশের মানুষকে খোলা চিঠিতে ড. ইউনূস প্রয়োজনে রাজনীতিতে আসার কথা জানান। ’পুরাতন রাজনীতি’ থেকে বেরিয়ে আসতেও আহ্বান জানান মানুষকে।

তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা এবং বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার জন্য জোরালো চেষ্টা চালাচ্ছিল।

সে সময় ড. ইউনূসের রাজনীতিতে আসার প্রচেষ্টার কড়া সমালোচনা করেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এরপর চলতি বছরের আগস্টের শেষের দিকে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে মোট ১৮টি মামলা হয়।

কিন্তু এরপর থেকেই এই সব মামলা স্থগিত চেয়ে সরকারের উপর আন্তর্জাতিক চাপ আসতে থাকে । বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনের ঠিক আগে আগে এসব মামলা করার পরই সরব হয়ে ওঠেন আন্তর্জাতিক স্তরে সুপরিচিত ব্যক্তিত্বরা।

প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা অধ্যাপক ইউনূসের প্রশংসা করে ব্যক্তিগত চিঠি দেন। তার একদিন পরেই ড. ইউনূসকে হয়রানি বন্ধে ও মামলা স্থগিত করার দাবিতে বিবৃতি দেন নোবেল জয়ীরাসহ বিশ্বের ১৬০ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে এ চিঠি পাঠানো হয়। আর এ বছরের সেপ্টেম্বরে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ঢাকার শ্রম আদালতে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাটি করা হয়।

এর আগে গত মে মাসে বিশ্বের ৪০ জন রাজনীতিবিদ, কূটনীতিক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে একই ধরনের খোলা চিঠি দিয়েছিলেন।

খোলা চিঠিতে যাদের নাম ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন পূর্ব তিমুরের প্রেসিডেন্ট হোসে রামোস হোর্তা, আয়ারল্যান্ডের সাবেক প্রেসিডেন্ট মেরি রবিনসন ও ইরানের নোবেল জয়ী শিরিন এবাদি।

পরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং এখানে সবকিছু আইনমতো চলে। এ দেশে বিচারাধীন বিষয়ে আমরা কথা বলি না।

ওই চিঠির প্রতিবাদে বাংলাদেশে সরকার সমর্থক এবং পেশাজীবী একাধিক সংগঠন বিবৃতি দেয়। গণমাধ্যমের সম্পাদকদের সংগঠন এডিটরস গিল্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির মতো সংগঠনও বিবৃতি দেয়।

বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল কার্যালয় ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপিতে স্বাক্ষর করতে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কর্মকর্তাদের আহ্বান জানায়। কিন্তু একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এমরান আহমদ ভূঁইয়া স্বাক্ষর করেননি ওই বিবৃতিতে। পরবর্তীতে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

মামলায় শুনানিতে যা যা হয়েছে

এ মামলার অভিযোগের মধ্যে প্রধান হলো অনিয়মের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সংরক্ষিত লভ্যাংশের পাঁচ শতাংশ না দেয়া এবং ১০১ জন শ্রমিকের চাকরি স্থায়ী না করা।

এছাড়া গণছুটি না দেয়া, শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল ও অংশগ্রহণ তহবিল গঠন না করাও অন্যতম অভিযোগ এই মামলার।

কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের করা এ মামলায় ড. ইউনূস সহ চারজনকে আসামি করা হয়েছে। কলকারখানা অধিদপ্তরের চারজন এ মামলায় সাক্ষ্য দিয়েছেন।

এ মামলায় চারজন আসামির পক্ষে আদালতে লিখিত বক্তব্য দেয়া হয়।

এতে বলা হয়, গ্রামীণ টেলিকম যেসব ব্যবসা পরিচালনা করে, সেসব চুক্তিভিত্তিক। নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তা নবায়নের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়।

যেহেতু এ প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম চুক্তির ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তাই সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলেও জানানো হয়।

ওই বক্তব্যে আরো বলা হয়, মিথ্যা অভিযোগে অধিদপ্তরের শ্রম পরিদর্শক আরিফুজ্জামান মামলাটি করেছেন।

ড. ইউনূস এ মামলায় সাফাই সাক্ষ্য দেন নি।

তাঁর আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মামলা প্রমাণ করার দায়িত্ব কলকারখানা অধিদপ্তরের। তাই সাফাই সাক্ষ্য দেয়ার প্রয়োজন নেই।

মামলাটি হওয়ার পর আত্মসমর্পণ করে জামিন চান ড. ইউনূস। ৩৬ দিন জামিনে ছিলেন তিনি।

পরে মামলার অভিযোগ আমলে নেয়ার পর তাকে ব্যক্তিগত হাজিরা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। ৯ দিন শুনানিতে উপস্থিত ছিলেন তিনি।

আসামিদের বিরুদ্ধে দুই ধারায় শাস্তির আবেদন জানিয়েছে কলকারখানা অধিদপ্তর। সবশেষ রোববার রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শুনানি হয়। পরে রায়ের দিন ঠিক হয়। এর একটি ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি ছয় মাস ও জরিমানা ৫ হাজার টাকা। আরেকটি ধারায় ২৫ হাজার টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে।

টুকরো খবর

খোঁজ মিললো পুতিনের কট্টর সমালোচক অ্যালেক্সেই নাভালনির

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সমালোচক হিসেবে পরিচিত দেশটির বিরোধী নেতা অ্যালেক্সেই নাভালনির খোঁজ পাওয়া গেছে। তার মুখপাত্র জানিয়েছেন, তিনি জীবিত আছেন এবং তাকে সাইবেরিয়ার একটি পেনাল কলোনি বা কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। গতকাল অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর কিরা ইয়ারমিশ বলেছেন, আমরা অ্যালেক্সেই নাভালনিকে পেয়েছি। তিনি আরো জানান, বর্তমানে রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলে রয়েছেন তিনি। এর আগে গত ছয়ই ডিসেম্বরের পর থেকে নিজের দলের সাথে কোন যোগাযোগ ছিল না নাভালনির। সেদিন তাকে আগের একটি কারাগার থেকে সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। মি. নাভালনিকে রাশিয়ায় ভ্লাদিমির পুতিনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নেতা মনে করা হয়। তিনি ২০২১ সাল থেকে কারাগারে আটক রয়েছেন। টেলিগ্রাম নামে বার্তা আদান-প্রদানের একটি অ্যাপে মিজ ইয়ারমিশ লেখেন, তার আইনজীবী আজ তার সাথে দেখা করেছে। তিনি ভাল আছেন। মিজ ইয়ারমিশ বলেছেন, মি. নাভালনিকে রাশিয়ার উত্তরাঞ্চলের স্বায়ত্তশাসিত জেলা ইয়ামালো-নেনেটস এর খার্পে অবস্থিতি আইকে-৩ নামে একটি পেনাল কলোনিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। পেনাল কলোনি হচ্ছে এক ধরণের বসতি যেখানে কারাবাসীদের নির্বাসনে দেয়া হয় এবং তাদেরকে একটি দুর্গম জায়গা বা দ্বীপে রাখার মাধ্যমে বাকি জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা হয়। এর আগে মি. নাভালনিকে মস্কো থেকে ২৩৫ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত মেলেখোভো নামে একটি জায়গায় রাখা হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, মি. নাভালনির খোঁজ পাওয়ার খবরকে তারা স্বাগত জানালেও তার শারীরিক অবস্থা এবং তার আটকাবস্থা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তাকে যে নতুন কারাগারে নেয়া হয়েছে সেটি সংক্ষেপে ‘পোলার উলফ’ বা ‘বরফের হায়েনা’ নামে পরিচিত এবং সেটি পুরো রাশিয়া সবচেয়ে কঠোর জেলখানাগুলোর অন্যতম। সেখানে থাকা বেশিরভাগ বন্দিই মারাত্মক ধরণের অপরাধের সাথে জড়িত থাকার জন্য অভিযুক্ত, এবং বন্দিদের সেখানে কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকতে হয়। মিজ ইয়ারমিশ বলেন, রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ মি. নাভালনিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় এবং তার জীবনকে যতটা সম্ভব কঠিন করে তুলতে চায়। তিনি আরো বলেন, এই কলোনিটি অনেক দূরে, এতে প্রবেশাধিকার পাওয়াটা খুব দুরূহ এবং আইনজীবীদের জন্য সেখানে গিয়ে আলেক্সেইয়ের সাথে দেখা করাটা কঠিন হয়ে পড়বে। মি. নাভালনির উপদেষ্টা ইভান ঝাদভ বলেন, মি. নাভালনির অবস্থা প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক বন্দিদের সাথে পুরো ব্যবস্থা কী ধরণের আচরণ করে, এবং তারা তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দমিয়ে রাখতে চায়। গত বেশ কয়েকটি শুনানিতে তাকে আদালতে হাজির হতে না দেখে, বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল তার দল। মি. নাভালনি রাশিয়ার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে সুনাম কুড়িয়েছেন এবং সামাজিক মাধ্যমে তার তদন্ত সংক্রান্ত ভিডিও গুলো লাখ লাখ মানুষ দেখেছেন। তাকে একজন ’অনুপ্রেরণাদায়ক রাজনীতিক’ এবং রাশিয়ার ’একমাত্র বিরোধী নেতা’ হিসেবে দেখা হয়, যিনি সরকার বিরোধী বিক্ষোভে রাশিয়ার যেকোন প্রান্ত থেকে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাতে সক্ষম। কিন্তু ২০২০ সালে সাইবেরিয়ায় তাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল, যেটি নার্ভ এজেন্ট ছিল বলে পশ্চিমা ল্যাবরেটরিগুলোতে প্রমাণিত হয়েছে। তখন তাকে বিদেশে চিকিৎসা দেয়া হয়েছিল। এরপর ২০২১ সালে রাশিয়ায় ফিরলে তাকে সাথে সাথে গ্রেফতার করা হয়। কে এই অ্যালেক্সেই নাভালনি?

প্রেসিডেন্ট পুতিনের কড়া সমালোচক হিসেবে পরিচিত আলেক্সেই নাভালনি। সরকারের দুর্নীতি প্রকাশ করে দেবার মধ্যে দিয়ে রাজনীতিতে তার নাম উঠে আসে। তিনি মি. পুতিনের ইউনাইটেড রাশিয়া দলকে উল্লেখ করেছিলেন অসৎ ও চোরেদের দল বলে। এজন্য বেশ কয়েকবার তাকে জেলে যেতে হয়েছে। মি. পুতিনের ইউনাইটেড রাশিয়া সংসদীয় নির্বাচনে ভোট কারচুপি করেছে বলে প্রতিবাদ করার পর তাকে ২০১১ সালে ১৫ দিনের জন্য গ্রেপ্তার করা হয়। মি. নাভালনিকে ২০১৩র জুলাইয়ে তছরূপের অভিযোগে অল্পদিনের জন্য জেলে পাঠানো হয়, তবে তিনি বলেন, এই দণ্ডাদেশ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তিনি ২০১৮র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসাবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু প্রতারণার দায়ে তিনি আগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন এই কারণ দেখিয়ে তাকে প্রার্থিতা দেয়া হয়নি। মি. নাভালনির মতে, এটাও ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এরপর ২০১৯ জুলাইতে মি. নাভালনিকে আবার কারাগারে পাঠানো হয় অনুমোদন না থাকার পরও প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠনের জন্য। সেসময় তিনি কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকরা বলেন তার কোন কিছুর স্পর্শ থেকে চামড়ার প্রদাহ হয়েছে। কিন্তু মি. নাভালনি বলেন, তার কোনদিন কোন কিছু থেকে অ্যালার্জি প্রতিক্রিয়া আগে হয়নি। তার নিজের চিকিৎসক বলেন তিনি কোন বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে’’ এসেছিলেন। মি. নাভালনিও বলেছিলেন তার ধারণা তাকে বিষ দেয়া হয়েছে। মি. নাভালনির ওপর ২০১৭ সালে অ্যান্টিসেপটিক রং দিয়ে হামলা চালানো হলে তার ডান চোখ রাসায়নিকে গুরুতরভাবে পুড়ে যায়। গত বছর মানে ২০২২ সালে তার দুর্নীতি বিরোধী ফাউন্ডেশনকে সরকারিভাবে বিদেশি গুপ্তচর সংস্থা বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে এই সংস্থার কর্মকাণ্ডের ওপর সরকার কঠোর নজরদারি শুরু করে। চলতি বছরের অগাস্টে রাশিয়ায় ভাড়াটে যোদ্ধাদের সংগঠন ওয়াগনার গ্রুপের প্রধান ইয়েভগেনি প্রিগোজিন বিমান বিধ্বস্ত হয়ে নিহত হন। বলা হয়ে থাকে, ক্রেমলিনে গত দুই দশক ধরে ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে প্রিগোজিন বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিয়ে রাশিয়ার ভেতরে এবং বাইরে নানা সন্দেহ তৈরি করে। সেসময় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য থেকে যেসব ইঙ্গিত করা হয় তার অর্থ হচ্ছে- এই বিমান বিধ্বস্তের ঘটনা যে মস্কোর সাজানো তা উড়িয়ে দেয়া যায় না। যদিও এ ইঙ্গিত হলিউডের চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের মতো মনে হতে পারে। কারণ এর আগেও প্রেসিডেন্টের প্রতিপক্ষ, সমালোচক বা ভিন্নমত অবলম্বনকারীদের নানাভাবে অপঘাতের শিকার হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন ইয়েভগেনি প্রিগোজিন। তার আগেও যারা এ তালিকায় রয়েছেন তাদের মধ্যে মি. নাভালনিও একজন। এর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত নাম সাবেক গুপ্তচর আলেক্সান্ডার লিতভিনেঙ্কো, যিনি ২০০৬ সালে নভেম্বরে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করে লন্ডন হাসপাতালে মারা যান। পরে এক তদন্তে জানা যায় সাবেক এই গুপ্তচর পলোনিয়াম ২১০ এর বিষক্রিয়ায় মারা গিয়েছেন, যা খুবই উচ্চমাত্রার একটা রেডিওঅ্যাকটিভ পদার্থ। এর পর ২০১৫ সালে পুতিনের বিরোধী পক্ষকে নেতৃত্ব দিয়ে আসা সাবেক ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার বরিস নেমেতসভকে মস্কোয় গুলি করে হত্যা করা হয়। অনেকেই মনে করেন নির্বাসনে থেকেও মস্কোর প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচতে পারেন নি রুশ অলিগার্ক বরিস বেরেজোভস্কি, ২০১৩ সালের মার্চে এই ব্যবসায়ীর মৃতদেহ পাওয়া যায় ইংল্যান্ডের দক্ষিণপূর্বে তার নিজ বাড়ি সারেতে। কয়েক বছর পর ২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাজ্যে নির্বাসনে থাকা ভিন্নমতাবলম্বী আরেক সাবেক রুশ গুপ্তচর সের্গেই স্ক্রিপাল এবং তার মেয়ে ইউলিয়া মস্কোর হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ ওঠে। ইংলিশ শহর সালিসবুরিতে তাদের ওপর নভিচক বিষ প্রয়োগ করা হয় বলে জানা যায়। আরেকটি সাড়া জাগানো মৃত্যু ছিল রাশিয়ায় তেলের জায়ান্ট লুকোইলের প্রেসিডেন্ট রাভিল ম্যাগানভ। তিনি ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে মস্কোয় যে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সেখানে ‘জানালা দিয়ে পড়ে’ গিয়ে মারা যান, বলে জানিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এছাড়া পুতিনের সমালোচক সাংবাদিক আনা পোলিতকোভস্কায়াকে মারার আদেশ এবং অর্থ কে বা কারা দিয়েছিল তা রাশিয়ায় কখনোই তদন্ত করা হয়নি।

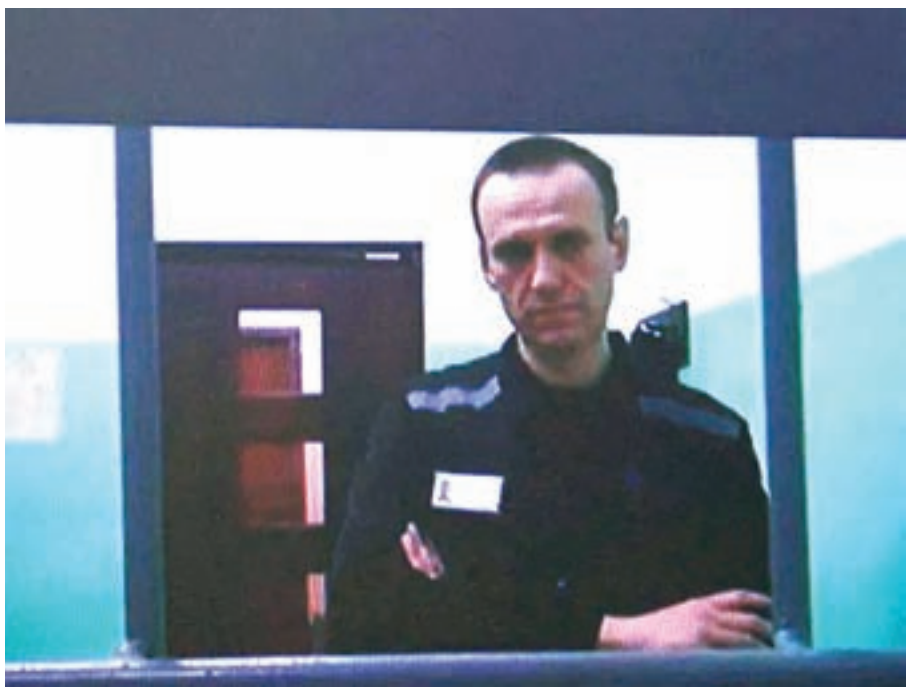

নিচ থেকে উপর পর্যন্ত সবাই সত্য জানে কিন্তু নীরবে পিঁপড়ার গর্তে হাতি লুকানোর ষড়যন্ত্র চলছে

রজত গুপ্তা

রাঁচি ঃ আমরা ইতিমধ্যে ডিভিসির মেগা কেলেঙ্কারি নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। আসল হোল্ডারদের জায়গায় কীভাবে অন্যদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল তার প্রমাণ ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। তা সত্ত্বেও, নিচ থেকে ওপরের একটি অংশ এই কেলেঙ্কারিকে ধামাচাপা দিতে চায়। কারণ হলো হাম্মামে সবাই নগ্ন। তদন্ত হলে ফাইলটি কোন চেয়ারে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল এবং কোন অফিসার ফাইল চাপা দেওয়ার নামে ডিভিসিতে নিজের লোকদের নিযোগে দিয়েছিলেন, তার রহস্যও বেরিয়ে আসতে পারে। এ কারণে সাধারণ মানুষের চোখে স্পষ্ট দৃশ্যমান সত্যকে আড়াল করার অপচেষ্টা এখনো চলছে। এই কারণে, এটি বলা যেতে পারে যে *মানুষ আসলে একটি পিঁপড়ার গর্তে একটি বড় হাতি লুকানোর চেষ্টা করছে।* সাধারণত এ ধরনের অনিয়ম লুকিয়ে থাকে কারণ সব নীতিনির্ধারকরা এটাই চান। যখন এই ইস্যুতে নিরন্তর লড়াই চলে এবং এই প্রশ্নটি ক্রমাগত জনসাধারণের মধ্যে উঠতে থাকে, তখন এটি একটি বড় ইস্যুতে পরিণত হয়। অতীতে অনেক কেলেঙ্কারির আকারে এর উদাহরণ আমাদের মাঝে বিদ্যমান। শুরুতে এসব বিষয়ও রসিকতা করে এড়িয়ে যাওয়া হয় এবং বিষয়টি আসলেই প্রকাশ্যে এলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ফলে দেশের সবচেয়ে বড় নিযোগে কেলেঙ্কারি এবং সম্ভবত বিশ্ব ফুটবলের মতো টেবিল থেকে টেবিলে চলে যাচ্ছে এবং প্রকৃত অপরাধীরা এখনও শাস্তি পাচ্ছে না। প্রতিবারই এ বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থার ফাইল কোনো না কোনো টেবিল থেকে গায়েব হয়ে যায়।

এখন এই পুরো বিষয়টি ইতিমধ্যেই বিস্তারিত প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, এর বাইরের উন্নয়নগুলি সাবধানে বোঝা দরকার।

মৈথন বাঁধের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় কেলেঙ্কারির ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। সেই সময়, ঝাড়খণ্ডের যে এলাকাগুলি বাঁধের জলমগ্ন এলাকায় পড়েছিল, সেগুলি বিহার সরকারের অধীনে ছিল। বাঁধের জন্য বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ উভয় রাজ্যের প্রায় দুই শতাধিক গ্রামের মানুষকে বাস্তুচ্যুত হতে হবে। সরকার তাদের বাস্তুচ্যুত হওয়ার সুবিধা দিয়েছে এবং ডিভিসি এই বাস্তুচ্যুত লোকদের চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের অন্যান্য প্রকল্পের বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রতি যেমন অবিচার করা হয়েছে, এখানেও তাই হয়েছে। বাস্তুচ্যুতদের নামে অন্য লোকদের চাকরি দেওয়া হয়েছে। রাঁচিতে এইচইসির বাস্তুচ্যুত লোকদের ইস্যুটি এখনও এই ধরণের প্রতারণার একটি জীবন্ত উদাহরণ, যেখানে এইচইসিতে কারা বেশি চাকরি পেয়েছে তা দেখা এবং বোঝা যায়।

কিছু দিন ধরে এই গ্রামবাসীরা তাদের সাথে প্রতারণার কোন তথ্য পায়নি। পরে স্বভাবতই চাকরি পেতে দেরি হওয়ায় তিনি খোঁজখবর নিলে তার জায়গায় অন্যকে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়। বাস্তুচ্যুত লোকদের এই কাজগুলি অন্যান্য অঞ্চল থেকে আগত লোকেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল, যারা বাঁধের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়নি। প্রাথমিকভাবে সরকার এবং ডিভিসি উভয়ই এই ঝামেলা দমন করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। সময় গড়িয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত মানুষের আন্দোলনও গতি পেয়েছে। এতদিন

SUPREME COURT OF INDIA

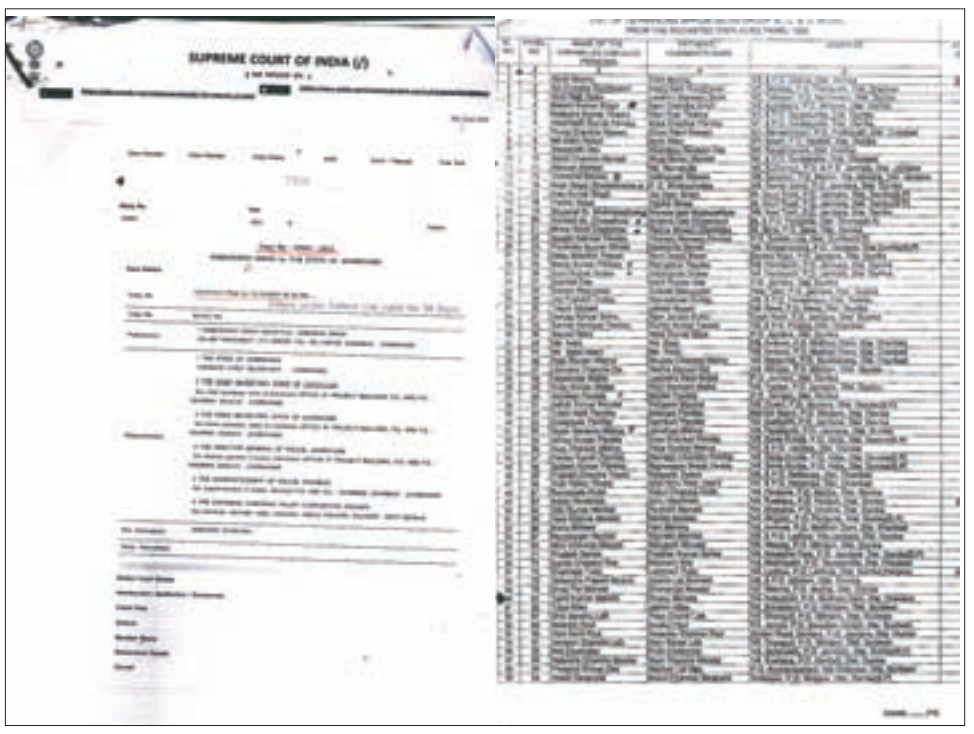

ধরে সত্য বের করে আনার এই প্রচেষ্টা নিজের মধ্যে বড় আন্দোলনের চেয়ে কম নয়। সরকার, ডিভিসি, জনপ্রতিনিধি এবং আদালতও বাস্তুচ্যুত মানুষের প্রতি এই অবিচার নিয়ে নীরবতা পালন করেছে। সময়ে সময়ে আসল ইস্যুকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হয়েছে।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত একটি পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। ১০ হাজার নিযোগে কেলেঙ্কারির মামলায় যারা অবৈধভাবে পুনর্বহাল হয়েছেন তারা ছাড়াও আসামি ছিলেন অন্যরা। এই আবেদনে উল্লিখিত সমস্ত নথি দেখার পরে, আদালত, ডিভিসির যুক্তি শোনার পরে, মামলাটি খারিজ করে দেয়। পিটিশনের সাথে যে নথিগুলো সংযুক্ত করা হয়েছিল সেগুলোও বিবেচনা করা হয়নি। এটি তার ধরণের একটি অদ্ভুত কেস ছিল। ঝাড়খণ্ড (আগের বিহার) এবং পশ্চিমবঙ্গের ২৪০টি গ্রাম প্রায় ৪৪ হাজার একর জমি অধিগ্রহণের সুযোগে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এসব গ্রামের নামে আরও সাড়ে নয় হাজার লোক চাকরি পেয়েছে এবং প্রকৃত বাস্তুচ্যুত মানুষের মধ্যে মাত্র পাঁচ শতাধিক লোক চাকরি পেয়েছে। হাইকোর্টের নথিতে রাজ্য সরকার এবং ডিভিসিএর জবাবও রয়েছে। এই নথিগুলিতে, রাজ্য সরকার তার নিজের অফিসারের অফিসিয়াল চিঠি প্রত্যাখ্যান করে তার জবাব দাখিল করেছে। দুমকার তৎকালীন ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা দশ জনের বিষয়ে রিপোর্ট দিয়েছিলেন যে তারা গ্রামের বাসিন্দা নয়। এই বিষয়টি দ্রুত প্রকাশ্যে আসে কারণ বাঙ্গালী মর্যাদার লোকেরা আদিবাসী গ্রামে বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। এখানে হাইকোর্টে এই নথিটিকে ভুল বলে বিবেচনা করে রাজ্য সরকার তাদের বক্তব্য পেশ করেছে। একটি গ্রামের উদাহরণের ভিত্তিতে, অন্য গ্রাম থেকেও এমন বাস্তুচ্যুত লোক পাওয়া গেছে, যারা আসলে গ্রাম থেকে বাস্তুচ্যুত হয়নি। তাদের মোট সংখ্যা সাড়ে নয় হাজারের কাছাকাছি। আদালত হঠাৎ করে মামলার শুনানির দিক পরিবর্তন করে এবং মামলায় উল্লেখিত নথি বিবেচনা না করেই ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মামলাটি কার্যকর করে। নথিগুলির একটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে ডিভিসি এবং রাজ্য সরকার অভিন্ন জবাব দাখিল করেছে যেন তারা একই ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন পক্ষের পক্ষে দায়ের করা হয়েছিল। তবে এই আবেদনে দুমকা জমি অধিগ্রহণ অফিসের রিপোর্ট, সার্কেল অফিস জামতারা ডিভিসিকে পাঠানো চিঠি, ধানবাদের অতিরিক্ত কালেক্টরের জারি করা চিঠি, ঝাড়খণ্ডের স্বরাষ্ট্রসচিবকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পাঠানো চিঠি, স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রধানকে পাঠানো চিঠি ঝাড়খণ্ডের সচিব।প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা সমস্ত চিঠি ছাড়াও, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে দিল্লি থেকে পাঠানো চিঠির একটি অনুলিপিও সংযুক্ত ছিল।

ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের পর এই বিষয়টি এখন সুপ্রিম কোর্টের বিবেচনার জন্য। সেখানে রাজ্য সরকার এবং ডিভিসি উভয়ই উপলব্ধ প্রমাণ বিবেচনা না করেই ভুল তথ্য দাখিল করেছে। এটি থেকে স্পষ্ট যে কোনও না কোনও স্তরে, রাজ্য সরকারের একটি অংশও ডিভিসির অনিয়ম আড়াল করতে ক্রমাগত সক্রিয় রয়েছে। তবে এই মামলার কারণে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একজন বিচারপতির সুপ্রিম কোর্টে যাওয়াও বাতিল হয়েছে বলে আদালতে আলোচনা রয়েছে। এই সিদ্ধান্তে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপেক্ষা করার অভিযোগ পেয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। বর্তমানে আবেদনকারী রামাশ্রয় প্রসাদ সিংয়ের একটি আপিল দায়ের করা হয়েছে, যার শুনানি হবে।

এই পুরো বিষয়ে ঝাড়খণ্ড এবং বিশেষ করে সাঁওতাল পরগনার নেতাদের ভূমিকাও অদ্ভুত। তার এলাকার মানুষের বৈধ চাকরি অন্য কেউ হাতিয়ে নিয়েছে এমন অভিযোগে তিনি কেন নীরব তা বোঝা যাচ্ছে না। বাঙালি সম্প্রদায়ের মানুষ কীভাবে খাঁটি আদিবাসী গ্রামের নামে বাস্তুচ্যুত হয়ে গেল তা নিয়ে তাদের পক্ষ থেকে প্রশ্ন না তোলা রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এখন সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়েরের পর হয়তো আরও স্তর উন্মোচিত হবে। নেতাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হলেন ধানবাদের বিধায়ক মথুরা মাহাতো, যিনি কেবল এই বিষয়ে একটি চিঠিই লেখেননি, বিষয়টির তদন্তের দাবিও করেছিলেন। এই ইস্যুতে জনগণের মনোযোগের অভাবও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এই ইস্যুতে একবার নয় বহুবার বড় গণআন্দোলন হয়েছে। যার কারণে এলাকাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এখন যদি আমরা রাজ্যের আধিকারিকদের ভূমিকার দিকে তাকাই, তবে স্পষ্ট হয়ে যায় যে দিল্লি থেকে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য চিঠি আসার পরেও একবার নয়, বহুবার এই চিঠিগুলি কোথাও হারিয়ে গেছে। অন্যথায়, সাধারণত, যখনই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়, তখনই প্রাথমিক তদন্ত করা হয় এবং এসব চিঠির জবাবও দেওয়া হয়। এই ডিভিসি কেসটি ঝাড়খণ্ডের ক্ষেত্রে অনন্য, যেখানে মুখ্য সচিব এবং স্বরাষ্ট্র সচিবকে চিঠি পাঠানোর পরে, সম্ভবত উভয় নির্দেশই বর্জ্যের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

বিষয়টি সেই সমস্ত লোকের সাথে সম্পর্কিত যাদের সম্পর্কে তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তারা ডিভিসি কর্মচারী যাদেরকে বাস্তুচ্যুত ঘোষণা করে চাকরি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে, আবেদনকারী ঘুরে ঘুরে ওই ২৪০টি গ্রামের তথ্য সংগ্রহ করেন, যা থেকে জানা যায় যে নয় হাজার বাস্তুচ্যুত লোকের কাউকে চাকরি দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তাদের জায়গায় অন্যদের বাস্তুচ্যুত ঘোষণা করে ডিভিসিতে পুনর্বহাল করা হয়। এটিও নিশ্চিত করে যে একই ধরনের একটি মামলা হাইকোর্টে গেলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ৯ জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হয়েছিল।

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে চলমান চিঠিপত্রের পাশাপাশি বিষয়টি হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্তও গড়িয়েছে।

পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই ক্ষেত্রে, ডিভিসি বা সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি কখনই অস্বীকার করেনি যে জাল পুনঃস্থাপন ঘটেছে।

আর প্রকৃত বাস্তুচ্যুতদের পরিবর্তে ভুয়া বাস্তুচ্যুতরা চাকরি পেয়েছে।

যতবারই ঝাড়খণ্ডে আসি ততবারই অ্যাকশন লেটার হারিয়ে যেতে থাকে।

এর পরেও যতবারই দিল্লি থেকে তদন্তের জন্য আসা চিঠি ঝাড়খণ্ডে পৌঁছে হারিয়ে যায়।

এটা একটা বড় প্রশ্ন। নিচ থেকে ওপর পর্যন্ত ন্যায়বিচার দাবি করে চিঠিটি শেষ পর্যন্ত দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর দফতর পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেখান থেকে একবার নয়, একাধিকবার ঝাড়খণ্ডের মুখ্যসচিবকে এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চিঠি দেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ৫ মে, ২০১৪ তারিখের এই চিঠিতে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল যে পুলিশ এবং আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের অধীন বিষয়। তাই এই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার সরাসরি সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করতে পারে না। তাই ঝাড়খণ্ড সরকারের উচিত এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করা। এই বিষয়ে, ধানবাদের টুন্ডি এলাকার বিধায়ক, মথুরা প্রসাদ মাহাতো ৪ আগস্ট ২০১৪-এ ঝাড়খণ্ড বিধানসভার স্পিকারের কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। যেটিতে রাজ্য সরকারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে ডিভিসি প্রকৃত বাস্তুচ্যুতদের পরিবর্তে অবাস্তুচ্যুত লোকদের চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার কী করবে?

গ্রহণ কর্ম. যতবার চিঠিটি ঝাড়খণ্ডে পৌঁছায়, ততবারই তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বাস্তুচ্যুতদের তালিকায় ধানবাদ জেলা শিমাপাথর গ্রামের জমি ও বাড়িঘর অধিগ্রহণ করে কাগজে কলমে দুই শতাধিক লোককে এখানে নিযোগে দেওয়া হয়েছে এমন একটি জায়গাও রয়েছে।

আসলে এই গ্রামের কেউ এই চাকরি পায়নি। মিঃ সিংয়ের আবেদনে এটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এই বিষয়ে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করে ঝাড়খণ্ড সরকারকে একটি চিঠিও পাঠিয়েছিলেন। এটা চিঠিটিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি এবং চিঠিটি মাঝপথে অদৃশ্য হয়ে যায়।

আদালতে ডিভিসি যে তথ্য পেশ করেছে তাতে প্রশ্নের উত্তর নেই। ডিভিসি শুধু এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল এটির চেষ্টা করা হয়েছে যে আবেদনকারী রামাশ্রয় সিং একজন অপরাধী ধরণের ব্যক্তি এবং তার বিরুদ্ধে বহু মামলা বিচারাধীন। এটা আলাদা বিষয় যে ডিভিসি যে মামলাগুলি উল্লেখ করেছে সেগুলি রাজনৈতিক আন্দোলনের মামলা ছিল এবং সেগুলিতে রামাশ্রয় সিং জিতেছেন। তার জায়গায় নয় হাজার ভুয়া পুনঃস্থাপন তিনি কোথাও অস্বীকার করেন না। নথিগুলি দেখে মনে হয় যে এই পুরো বিষয়টি ঝাড়খণ্ডের অনেক মুখ্যমন্ত্রীর আমলে তাদের নজরে এসেছিল। কেউ আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও সুপারিশ করেছেন। এরপরও ফাইলটি আবার কোথাও হারিয়ে যায়।

ধানবাদ জেলাও বাস্তুচ্যুতদের তালিকায় রয়েছে, যেখানে শিমাপাথার গ্রামের জমি ও বাড়ি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং কাগজেকলমে দুইশ' জনকে নিযোগে দেওয়া হয়েছে।

আসলে এই গ্রামের কেউ এই চাকরি পায়নি। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এই অভিযোগগুলির বিষয়ে তার অবস্থান উপস্থাপন করার সময়, জাল লোকদের পুনর্বহাল করা হয়েছে কিনা তা কখনও বলেনি। এই মৌলিক প্রশ্নের উত্তর তিনি বারবার এড়িয়ে যাচ্ছেন। এর মধ্যে, যখন রাজনীতিবিদরা এই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং চিঠিপত্র দেন, তখন ডিভিসি আধিকারিকরা তাদের লোকদের নিযোগে করার সুযোগও দিয়েছিলেন। এই সুবিধার কারণে রাজনৈতিক আবাসনও উচ্চভাবে উঠতে পারেনি। ডিভিসি কোথাও নয় হাজার জাল পুনর্বহালের বিষয়টি অস্বীকার করে না। নথি দেখলে মনে হয় যে এই পুরো বিষয়টি ঝাড়খণ্ডের অনেক মুখ্যমন্ত্রীর আমলে তাদের নজরে এসেছিল।

এখন সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে শুনানির সময় অবশ্যই সেই প্রশ্নগুলি উঠবে যা অনেক আগেই উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল বাস্তুচ্যুতদের চাকরি কেড়ে নিয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, ঝাড়খণ্ড সরকারকে অবশ্যই জবাব দিতে হবে কেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জারি করা চিঠিগুলি একবার নয়, একাধিকবার তদন্ত করা হয়নি। যাইহোক, এর মধ্যে, এটি উল্লেখ করাও প্রাসঙ্গিক যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনও এক মাসের মধ্যে পুরো বিষয়টির তদন্ত শেষ করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আজ অবধি ঝাড়খণ্ডের আমলাতন্ত্র এই নির্দেশকেও চাপা দিয়েছে। বলা হয়েছিল যে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া হলে, ডিভিসির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ডিভিসি ম্যানেজমেন্ট সম্ভবত এই বিষয়ে কোনও উত্তর দেয়নি। যাইহোক, এই ধরনের উত্থানের কারণে ডিভিসিএর চেয়ারম্যান অবশ্যই পরিবর্তন করা হয়েছিল।